শ্রীসত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫১৩ সাল।

(বৈজ্ঞানিক উপন্যাস)

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীসত্য ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রকাশক

বোস লাইব্রেরী।

৫৭, কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন।

"১৫১৩ সালে"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষিত সমাজে এই পুস্তকের যেরূপ আদর হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে শীঘ্রই ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালার Text Book Committee এই পুস্তকখানিকে Prize ও Library book স্বরূপ নির্ব্বাচিত করিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

"১৫১৩ সাল" বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মৌলিক বৈজ্ঞানিক উপন্যাস এই পুস্তক লিখিয়া সত্যবাবু উপন্যাস জগতে এক নূতন যুগ আনিয়াছেন। ইহাতে শিখিবার ও শিখাইবার অনেক কথা আছে।

সত্যবাবু ইংলণ্ড ও মার্কিন দেশে সুপরিচিত। তাঁহার Tales of Bengal" (Longmans Green & Co.) প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ঐ দেশে প্রকাশিত হইয়াছে ও বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। কোন বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র তাঁহাকে বাঙ্গালার George Eliot আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্মানে শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৫১৩ সাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা।

একদিন সন্ধ্যার সময় চেয়ারে বসিয়া আছি, তখন আমার গৃহের টেলি-ফটোগ্রাফের (Tele-photograph-এর) ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি উহার পর্দ্দার উপর আমার এক অতি প্রিয় বন্ধু শ্রীগুরু-প্রসাদ ঘোষালের মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

কুতুহল হইয়া যন্ত্রের নিকট গেলাম। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"রজনী আছ ?"

"হাঁ। ব্যাপার কি ?"

"একবার আমার এখানে আসিলে ভাল হয়। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"যাইতেছি", বলিয়া receiver তুলিয়া রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। এজন্য আমার রেডিওকারে (radio-carএ) না গিয়া,এ'রো (aero carএ) কারে গেলাম। দেখি অনেকে উপস্থিত। অনেকেই আমার পরিচিত। সম্ভাষণাদির পর বন্ধু অনেকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর বন্ধু আমাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"আপনাদের কষ্ট দিয়া আনিয়াছি। তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদের নিকট একটা গুরুতর প্রস্তাব উপস্থাপিত

আশা করি আপনারা স্থিরচিত্তে শুনিয়া আপনাদের মতামত সুবিধা মত দিবেন। আমাদিগের বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, পিতামহদিগের একটা অখ্যাতি ছিল যে তাঁহারা বাক্‌সর্ব্বস্ব মাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরা সেই অখ্যাতি মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। দেখুন, আজ বাঙ্গালী এক উৎসাহশীল জাতি বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে আজ প্রায় ২০০শত বৎসরের কথা। ইহার মধ্যে কি কাণ্ড হইয়াছে, হরিনাথ বাবুর ডাইরেক্টরী খুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। দেখুন, এক বাঙ্গালীদিগের দ্বারায় প্রায় ৪০০ কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রঙ্, দিয়াশলাই, সাবান, প্রভৃতির বিবিধ কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দেশের অর্থ দেশে থাকিতেছে। ফলে, পূর্ব্বাপেক্ষায় গড়পড়তায় প্রায় ২০ গুণ ধন বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনারা জানেন যে আমি অনুকরণপ্রিয় নই। আমি একটা সম্পূর্ণ নূতন অর্থাগমের পন্থা বাহির করিয়াছি। কিন্তু এ কাজ একেলা হইবে না। আমি যৌথ কারবারে কাজ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে লাভ এত বেশী, যে আপনারা বোধ হয় আমার প্রস্তাবটা গাঁজাখুরী বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যদি একটু চিন্তা করেন তবে দেখিবেন যে কথাটা ফেলার নয়। যদি আপনারা ঘণ্টা খানেক সময় দিতে পারেন, তবে আমি উহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিব। না হয়, আর একদিন সকলে মিলিয়া উহা আলোচনা করিব। আপনাদের মত কি?"

আমরা বলিয়া উঠিলাম:—"বেশ, বলুন না? এক ঘণ্টা কেন, দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিতে পারিব। আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন কিছুই নাই।"

বন্ধু বলিলেন:—

"আমি বড়ই বাধিত হইলাম! যে প্রস্তাব অদ্য উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, উহা বহু চিন্তা ও গবেষণার ফল। বহুদিন পূর্ব্বে

একজন বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছিলেন, "একটা নূতন কিছু কর।" আমি যে প্রস্তাব করিতেছি তাহা সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব। কথাটা এই। আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ পাওয়া যাইতে পারে। ভূমিতে যে সুবর্ণ আছে তাহা উত্তোলন করিতে অনেক ঝঞ্ঝাট পাইতে হয়। কিন্তু আমার প্রস্তাব নির্ঝঞ্ঝাট বলিলেই হয়—"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন :—"কিরূপ ?"

"দেখুন, খনির উৎপাদিকাশক্তির সীমা আছে। সুবর্ণ বা অন্য ধাতু তুলিতে খরচ অনেক পড়ে, যেমন ম্যানেজার, কুলী, মজুর, প্রভৃতির মাহিয়ানা, যন্ত্রাদির ক্ষয়, ইত্যাদি। তাহার উপর কঠোর আইনের গণ্ডীর ভিতর কাজ করিতে হয়। অজ্ঞাতসারে কোন আইনভঙ্গ করিলে এবং তাহা ধরা পড়িলে, খনি-পরিদর্শক-মহাশয়ের কৃপায় আদালতে যাওয়া আসা করিতে হয়। তাহার উপর সরকার বাহাদুর, জমির মালিক প্রভৃতিকে অনেক সেলামী দিতে হয়। সকল খরচ খরচা বাদে যাহা থাকে, তাহা হইতে রেস্তে কিছু রাখিয়া বাকী টাকায় শতকরা ১০ হইতে ২০ টাকা মাত্র লাভ পোষায়। এমনও প্রায় ঘটিয়া থাকে যে একটা খনি হইতে প্রথম প্রথম বেশ আয় হইতেছে, কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় যে lodeটা শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন অংশীদারদিগকে হাহাকার করিতে হয়। ফাঁকতালে কোম্পানী-স্থাপয়িতারা কিছু মারিয়া ল'ন। এই সকল কারণে আমি ভূমিস্থ সুবর্ণ-খনির ব্যবসায়ের পক্ষপাতী নই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—"আপনার প্রস্তাবের সুবিধা কি ?"

উত্তরে বন্ধু বলিলেন :—

"এখন তাহা দেখাইব। আমি বলিয়াছি যে সমুদ্রে বৃহৎ যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। Inspector of Mines এর উৎপাত নাই, কেননা খনি যেখানে নাই, সেখানে পরিদর্শক কি করিতে যাইবে—"

"কিরূপ ?"

"আপনারা বোধ হয় জানেন যে স্বাধীন রাজার রাজ্যের সীমা হইতে তিন মাইল পরে neutral zone আরম্ভ হয়। আমরা ১০ মাইলের পর কার্য্য আরম্ভ করিব। সেখানে আমরা Monarch of all I survey হইয়া থাকিব।"

"একেবারে Selkirk হইবেন ?" আমি বলিয়া উঠিলাম।

একটা হাস্তের রোল উঠিল।

বন্ধুবর বলিতে লাগিলেন :—

"আরও দেখুন। সমুদ্রে mine-gas এ মরিবার ভয় নাই। চোর, ডাকাত, ধর্ম্মঘট ইত্যাদি হইতে রেহাই পাইব। সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম। এখন আপনাদের মতামত শুনিতে পাইলে সুখী হইব।"

আমি প্রশ্ন করিলাম :—

"আপনার প্রস্তাব অভিনব। চিন্তা না করিয়া এ বিষয়ে মতামত দেওয়া যায় না। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আর কেহ কি পূর্ব্বে সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে নাই ?"

"করিবে না কেন ? ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কোন একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে সুবর্ণ উৎপাদন করিবার জন্য এক কোম্পানী স্থাপিত হয়। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে Gulf of Mexico হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করিতেছে বলিয়া একজন পাদরী বিজ্ঞাপন দেয়। সেই বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া অনেকে তাহার কারবারের অংশ কেনে। পরে একদিন সে গা' ঢাকা দেয়। তখন তাহার জুয়াচুরী বাহির হইয়া পড়ে। সন্ধানে জানা যায় যে খানিকটা সোনা সংগ্রহ করিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া সমুদ্র হইতে উৎপাদন করিতে পারিয়াছে বলিয়া সে প্রকাশ করিয়াছে। এই কয়েক বৎসর অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা জানার উপায় নাই। কেমনা

তাঁহারা যে কোম্পানী করিয়াছেন তাহা public নহে, private, তাঁহাদের balance sheets বাহিরে প্রকাশ হয় নাই।"

যোগেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বুঝিলাম। এখন আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা গবেষণার ফল, না অন্য কিছু।"

বন্ধুবর ব্যথিতভাবে উত্তর দিলেন :—

"আপনি এমন বলিবেন, তাহা আশা করি নাই। আপনারা সকলেই জানেন যে আমার জীবন বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছে। আমি যে তারহীনবার্ত্তাপ্রেরণের (wireless telegraphy র) উন্নতি করিয়াছি, তাহা ইউরোপে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আমার Rotophone, Adometer, প্রভৃতি যন্ত্রের কথা আপনারা সকলেই জানেন। এজন্য উহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নিজের গুণ নিজমুখে গাহিলাম। এজন্য যে দোষ করিয়াছি তাহা মাফ করিবেন। আমি কোন কার্য্য দৃঢ়নিশ্চয় না হইয়া বলি না, বা করি না। আপনারা যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, এখনই আপনাদের সম্মুখে সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করিয়া দেখাইতে পারি।"

অমনি আমি বলিয়া উঠিলাম :—"তাহা হইলে অনেকের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিয়া যায়।"

বন্ধুবর আমাদিগকে তাঁহার বিজ্ঞানাগারে লইয়া গেলেন। তাহার পার্শ্বে একটী বৃহৎ ঘর। সেই ঘরে একটা বৃহৎ মারবেলের চৌবাচ্চা রহিয়াছে। তাহার সহিত একটী porcelain পাত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের দ্বারা যোগ আছে।

বন্ধুবর বলিলেন :—

"দেখুন, এই চৌবাচ্চার জল বঙ্গোপসাগর হইতে আজ সাত দিন হইল আনীত হইয়াছে। এই চৌবাচ্চার সহিত কয়েকটী নল সংযুক্ত

দেখিতেছেন। এই পথে জল pump করিয়া আমার বিজ্ঞানাগারে লইয়া যাই। এখন কি উপায়ে স্মুবর্ণ উৎপাদন করি সকলে দেখুন।"

এই বলিয়া তিনি দেওয়ালের গাত্রস্থিত একটী রবারের বোতামের উপর দুইটা আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটা শব্দ হইয়া বিজ্ঞানাগারের dynamo চলিতে আরম্ভ করিল। শীঘ্রই জল পম্প হইয়া পূর্ব্বোক্ত porcelain পাত্রের ভিতর দিয়া আর একটা মারবেলের চৌবাচ্চায় পড়িতে লাগিল। দুই এক মিনিট পরে সেই জল টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল বাষ্পাকারে উড়িয়া গেল। অবশিষ্ট গুঁড়ার মত কি পড়িয়া থাকিল। তাহাই সযত্নে চামচে উঠাইয়া লইয়া বন্ধুবর একটা test tube এ রাখিয়া দিলেন; পরে তাহার সহিত কি একটা গুঁড়া মিশাইয়া একটী spirit lampএর উপর কিয়ৎক্ষণ জ্বাল দিলেন। তাহার পর tube এর উপরের খানিকটা গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া tubeটা আমায় দিয়া বলিলেন:—

"এই যে হরিদ্রাবর্ণের দ্রব্যটী পড়িয়া আছে, উহাই স্মুবর্ণ। বিশ্বাস না হয় কোন জহুরীর নিকট যাচাই করিয়া আম্বন।"

সকলেই আমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। একে একে সকলে ঐ দ্রব্যটী দেখিলেন এবং উহা যে সোণা তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

বন্ধুবর আমাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিলেন:—

"আজ প্রায় দশ বৎসর হইতে আমি পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। এ পরীক্ষার কথা কাহাকেও জানাই নাই, কেন না যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে আমায় হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। অনেক চিন্তা ও অর্থ ব্যয় করিয়া আমি সফলতা লাভ করিয়াছি। তাহার প্রমাণ দিলাম। এখন আপনাদের কার্য্য করুন।"

"Processটা কি জানিতে পারি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"মাফ করিবেন। উহা এখন অপ্রকাশ থাকিবে।"

নগেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করিলেন :—"এখন আপনার প্রস্তাব কি ?"

"আমার প্রস্তাব এই যে একটা যৌথ কারবার করিয়া সুবর্ণ প্রস্তুত করিব। আমার এমন সামর্থ্য নাই যে একাই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। একটা private কোম্পানী করিতে ইচ্ছা করি, কেননা যতটা মূলধনের আবশ্যক, তাহা আপনারা কয়েক জনেই ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন। সুতরাং লাভটা আপনাআপনির মধ্যেই থাকিবে।"

আমি বলিলাম :—

"আপনার প্রস্তাব সুন্দর। আমি সাধ্যমত সাহায্য করিতে ক্রটী করিব না। আপনি ইতিমধ্যে একটা আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করুন। আর একদিন আমরা সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিব।"

বন্ধুবর হাসিয়া বলিলেন :—

"হিসাব প্রস্তুত আছে। এই লউন।" এই বলিয়া একটা দেরাজ হইতে কয়েকখানা ছাপান কাগজ লইয়া আমার হস্তে দিলেন ও বলিলেন :—"প্রথম পৃষ্ঠায় কোম্পানীর উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। ইহার নাম Sea Gold Syndicate Ltd. রাখিয়াছি। মূলধন ২৫ লক্ষ যথেষ্ট। তৃতীয় পৃষ্ঠায় ব্যয়ের হিসাব দেখুন। একটা তড়িৎ চালিত জাহাজ চাই। টরবাইনের (turbineএর) আমি পক্ষপাতী নহি। বোম্বায়ের হাসানজী কোম্পানী বলিয়াছেন যে আমার আবশ্যক অনুযায়ী একটী জাহাজ প্রস্তুত করিতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। ইহাই বৃহৎ খরচ। যন্ত্রাদি খাতে ৫ লক্ষ যথেষ্ট। বাকী ৫ লক্ষ চলতি খরচ বাবত হস্তে মজুত থাকিবে। বৎসরে নয় মাস কার্য্য চলিবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, এই তিন মাস কার্য্য বন্ধ থাকিবে। বুঝিতে পারিতেছেন কেন ? আমরা মাসে ২৬ দিনে ৯ ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবে। দৈনিক যতটা সুবর্ণ পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারায় বৎসরের খরচ খরচা বাদে শতকরা

৫০ হইতে ২০০ টাকা লাভ থাকিবে নিশ্চিত। ৫ বৎসরের মধ্যে মূলধন উঠিয়া যাইবে আশা করা যায়। এ ব্যবসায়ে লোকসান হইবে না নিশ্চিত। রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার এই এক উত্তম সুযোগ। আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন। সুবিধামত যত শীঘ্র পারেন, আপনাদের মনোগত ভাব জানাইয়া বাধিত করিবেন।"

চারুবাবু বলিলেন :—

"দেখুন, আপনার উপর আমাদের কোনই অবিশ্বাস নাই। আপনার প্রস্তাবের সহিত আমাদের সকলের সহানুভূতি আছে। এখন প্রত্যেক অংশের মূল্য কত করিয়া ধরিয়াছেন?"

"তাহা আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি প্রস্তাব করি আপনারা প্রত্যেকে কত টাকা ফেলিতে প্রস্তুত আছেন তাহাও এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া আমায় দিন। তাহা হইলে আমি প্রত্যেক অংশের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমি এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

সকলে শ্লিপ দিলে পর বন্ধুবর টাকার সমষ্টি করিয়া আনন্দ সহকারে বলিলেন :—

"আমি ২৫ লক্ষ চাহিয়া ছিলাম। আপনারা ৩০ লক্ষ দিয়াছেন। তবে আর ভাবনা কি? কোম্পানী private রাখিলেই চলিবে। আমার ইচ্ছা এই মাসের মধ্যেই কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিয়া জাহাজের অর্ডার লই। শীতকাল সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের কার্য্যারম্ভের জন্য ইহাই প্রশস্তকাল। আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন। এখন মধুরেণ সমাপয়েৎ। অনুমতি হইলেই হয়।"

"না, আজ থাক," আমরা বলিয়া উঠিলাম।

বন্ধুবর বলিলেন—"তাই কি হয়," এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালে স্থিত একটী রবারের বোতাম টিপিলেন। অমনি মধুর বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ও কয়েকটী বালক ছোট ছোট aluminium পাত্রে সভ্য সমাজে প্রচলিত বিবিধ খাদ্যের tabloids ও এক এক গ্লাস জল দিয়া গেল। ভোজনাদির পর বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া আমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একটা প্রবাদ আছে যে কোন কার্য্য "তৃতীয় কর্ণ" হইলে তাহা আর গুপ্ত থাকে না। আমাদের সকলের ইচ্ছা ছিল যে বন্ধুবরের প্রস্তাবটী সাধারণের নিকট গুপ্ত থাকে। প্রাতে pneumatic postএ যখন ডাক আসিল, তখন অন্য দিনের অপেক্ষা পত্রাদির সংখ্যা অধিক দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইলাম। প্রথম পত্রখানি দেখি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এলাহাবাদ হইতে লিখিয়াছেন। তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—
"............... পরে একটা কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। শুনিলাম তুমি কোন একটা জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়াছ এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বস্বান্ত হইবে। দেখ, এখন দিন কাল বড়ই ভয়ানক পড়িয়াছে। তোমার কয়েকটী নাবালক শিশুসন্তান আছে। তুমি তাহাদের কি ভাসাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছ? ব্যাপারখানা কি খোলসা করিয়া লিখিবে। সংবাদটা আমি এখানকার "বার্ত্তাবহের" বিশেষ সংস্করণে পাইয়াছি।—"এক এক করিয়া সকল পত্র পাঠ করিলাম। প্রায় সকলগুলি বন্ধু ও আত্মীয়দিগের নিকট হইতে আসিয়াছে। সকলেই ব্যাপারটা জানিতে ইচ্ছুক এবং সকলেই সাবধানের সহিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার পর সংবাদপত্রগুলির মোড়ক খুলিলাম। "প্রভাতী" খুলিয়াই দেখি বড় বড় অক্ষরে আমাদের কল্যকার সভার

বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। তাহার উপর এক কলম সম্পাদকীয় মন্তব্যও আছে। তাহার মর্ম্মার্থ এই যে বন্ধুবরে প্রস্তাবটী একটা দ্বিতীয় South Sea Bubble এবং গবর্ণমেণ্টের উচিৎ যদি ঐ কোম্পানী স্থাপিত হয়, তবে তাহার স্থাপন-কর্ত্তাদিগকে অভিযুক্ত করা। একে একে সকল সংবাদপত্র পাঠ করিলাম। দেখিলাম অল্প বিস্তর সকল পত্রিকাতেই আমাদের সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ বা সামান্য দুই একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ বা করেন নাই। একমাত্র "রঞ্জন" অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রস্তাবকর্ত্তা একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া কোনরূপ জুয়াচুরীর সম্ভব নাই, একথা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ সকল কথা চিন্তা করিলাম। যদি বন্ধুবর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ না হইতেন এবং তাঁহার উপর অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে কখনও আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতাম না। তাহার উপর তিনি হাতে কলমে দেখাইয়া দিয়াছেন যে সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করা যায়। সুতরাং যে যাহাই বলুক আমি যখন কথা দিয়াছি, তখন শত বাধা ঘটিলেও বন্ধুবরের সাহায্য কারবুই করিব।

বড় দাদা মহাশয়ের পত্রের উত্তর লিখিতে যাইতেছি, এমন সময় বাহিরে একখানা গাড়ী থামিল। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি মাতা-ঠাকুরাণী কাশী হইতে উপস্থিত। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর তিনি বলিলেন :—

"হাঁরে লেখা পড়া শিখে কি মানুষ মূর্খ হয়? তুই তাই হয়েছিস্ দেখ্ছি। ব্যাপার কি?"

আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"তোমায় খবর কে দিল?"

"কেন, হর্‌শে।"

আমার মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হইল।

"সে কি করে তোমায় জানাইল?"

"কেন সে কাল ৭টার গাড়ীতে কাশী পৌঁছায়। আমি সবে শুতে যাচ্ছি, এমন সময় সে উপস্থিত হয়ে তোর কীর্ত্তি কাহিনী বল্লে। আমার মন খারাপ হ'ল, তাই রাত্রের গাড়ীতে চলে এলেম। এখন ব্যাপার-খানা খু'লে বল ত?"

আমি ধীরে ধীরে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন :—

"তা হ'লে হর্‌শের কথা মিথ্যা নয়। তুই কি ছেলেপিলেদের ভাসিয়ে দিবি, আর আমায় শেষকালে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাবি?"

আমি তাঁহাকে কোন মতে বুঝাইতে পারিলাম না। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন :—

"যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু দেখো, আমাদের পথের ভিখারী ক'রো না। তুমি ছেলেমানুষ নও। তোমায় অধিক আর কি বুঝাব, এক-খানা গাড়ী ডেকে দেও, আমি এখনই কাশী যাব।"

থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম। তিনি শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিলাম।

মন কিন্তু বড়ই খারাপ হইল। বাড়ী না ফিরিয়া বন্ধুবরের গৃহে গেলাম। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন :—

"তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে। তাহা না হইলে আমি নিজেই তোমার ওখানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। ব্যাপার কিছু গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। কথাটা প্রকাশ হইল কিরূপে তাহা বুঝি-তেছি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"তোমার চাকর হরিশ কোথায়?"

"কাল তাহার দেশ হইতে এক টেলিগ্রাম আসে যে তাহার ভগিনীর কলেরা হইয়াছে। তজ্জন্য সে সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী গিয়াছে।"

"ক' দিনের ছুটী দিয়াছ?"

"এক সপ্তাহের।"

"আমার মনে একটা বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার তারহীন বার্ত্তা-প্রেরণের যন্ত্রটা ঠিক আছে কি?"

"হাঁ, কেন?"

"প্রয়োজন আছে, পরে বলিব।"

কাশীতে আমার এক আত্মীয় ছিলেন। তাঁহাকে ইথারো-গ্রামে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হরিশ তাহার বাড়ীতে আছে কিনা এবং তাহার ভগিনী কেমন আছে। ঘণ্টা খানেক পরে উত্তর পাইলাম যে হরিশ কলিকাতায় যাইবে বলিয়া প্রাতেই চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার ভগিনীর কোনরূপ অসুখ হয় নাই।

বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—

"হরিশের জিনিষপত্র কোথায়?"

আমায় তাহার ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম যে একটা টিনের বাক্স, দুই একটা বালিস ও কাঁথা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

একটু ভাবিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—

"আমায় এ বাক্স খুলিতে অনুমতি দিবে কি?"

"কেন?" তিনি বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন।

"বিশেষ কারণ না থাকিলে এরূপ অনুরোধ করিতাম না। কথাটা কিছু গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। এক কথায়, এখনও সময় থাকিতে সাবধান না হইলে আমাদের বিপদে পড়িতে হইবে। তুমি আপত্তি করিও না।"

একটা বাজে চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম উহার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই, মাত্র দুইটা জামা, চারিখানা কাপড়, তিনখানা চাদর ও একখানা বই। কৌতুহলবশতঃ বহিখানা লইয়া দেখি, উহা সেক্‌সপিয়ারের মারচেণ্ট্ অফ্ ভেনিসের বঙ্গানুবাদ। উহার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে একখানা ১০০৲ টাকার চেক্ দেখিলাম। উহা হিন্দু ব্যাঙ্কের উপর হরিশের নামে কাটা হইয়াছে। তারিখ কল্যকার। চেকখানা বন্ধুবরকে দেখাইয়া বলিলাম :—

"কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি ?"

"না, ব্যাপার কি ?"

"যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম নিশ্চয় তাহাই ঘটিয়াছে। এ চেকের সাক্ষরটা পড় দেখি।"

"রামদাস ঘোষ।"

"ইহাকে চেন ?"

একটু চিন্তা করিয়া বন্ধুবর বলিলেন :—

"আমার এনামে পরিচিত কেহ নাই।"

" 'প্রভাতী'র সম্পাদকের নাম কি ?"

"রামদাস ঘোষ।"

"তাঁহাকে চেন ?"

"বিলক্ষণ।"

চেকের সাদা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বলিলাম, "দেখ কি লেখা আছে।"

"হাঁ, তাইত। এ যে "প্রভাতী" সম্পাদকের চেক্। হরিশ এমন কি কাজ করিয়াছে যাহার জন্ম তিনি খাঁ করিয়া ১০০৲ টাকার চেক্ দিয়াছেন।"

"কারণ আছে। টাকায় সব হয়। টাকায় আপন পর হয়, পর আপন হয়। টাকা থাকিলে তুমি আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে

পারি। এমন কি দেবতাদিগকেও বশ করা যাইতে পারে। এখনও কি ঘটনাটা উপলব্ধি করিতে পারিলে না ?”

“বাস্তবিক না। এ একটা মস্ত সমস্যা বোধ হইতেছে। তুমি কিছু বুঝিয়াছ কি ?”

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলাম ঃ—

“সমস্তই বুঝিয়াছি। এখনই বুঝাইয়া বলিব। কথাটা এই। তোমার প্রস্তাব অতি সুন্দর। যদি তাহা বিশেষ লাভ জনক না বোধ হইত, আমি কখনই অংশ লইতে স্বীকৃত হইতাম না। তুমি সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ উৎপাদনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিতেছ ; একথা বাহিরে প্রকাশ না থাকিলেও, তোমার বাড়ীর অনেকেই জানে, নিশ্চিত। কি বল ?”

“হাঁ। হরিশ মাঝে মাঝে আমায় সাহায্য করিত।”

“তবেই ঠিক হইল। হরিশ জানিত যে তুমি একটা বিশেষ লাভ জনক ব্যাপারে প্রবৃত্ত আছ। “প্রভাতী” সম্পাদক তোমার একজন শত্রু, তাহা তাহার সম্পাদকীয় মন্তব্যেই প্রকাশ। কারণ কি, তোমরাই জান। তবে আমি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, তোমার আবিষ্কার-গুলি অকিঞ্চিৎকর এই কথা প্রায়ই সে উহার কাগজে লিখিয়া থাকে। যাহা হউক, সে তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা খুঁজিতেছিল। তাহা সে অনেকদিন পরে সাধিত করিবার সুযোগ পাইল। সে হরিশকে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া আমাদের সভার সকল বিবরণ সংগ্রহ করে এবং আমার বিশ্বাস যে সে তাহারই আজ্ঞাক্রমে আমার মাতাঠাকুরানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার কার্য্য একটা বিষম জুয়াচুরী ইত্যাদি বলিয়া ভাঙ্চি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। তাঁহার কথায় আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে। আরও একটা বিশ্বাসের কারণ এই, যে তাহার ভগিনীর কোন অসুখ না হইয়া থাকিলেও সে মিথ্যা কথা বলিয়া কল্যই

চলিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয় সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এখন "প্রভাতী" সম্পাদকের নিকটই আছে।"

"বাঃ! বাঃ! এ একটা মস্ত উপন্যাস খাড়া করিয়াছ দেখিতেছি। যাহা হউক, "প্রভাতী" সম্পাদক যে এত নীচ তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না। ওঃ।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? উহার এত ক্রোধের কারণ কি?"

"কারণ এমন বিশেষ কিছুই নাই। তবে একটা কথা মনে পড়িতেছে। অনেকদিন পূর্ব্বে একদিন বৈকালে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে এবং কথা-প্রসঙ্গে বলে, যে সে শীঘ্রই এক অভিনব পত্রিকা বাহির করিবে। বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে সে একখানি দৈনিক "রুমাল বার্ত্তাবহ" প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে—"

বন্ধুবরকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"রুমাল বার্ত্তাবহ কি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি উত্তর দিলেন :—

"রুমাল, যাহাকে ইংরাজীতে handkerchief, বলে, তাহারই উপর দৈনিক সংবাদ ছাপাইয়া প্রকাশ করা। ইহার সুবিধা এই যে কাগজ যেমন পড়া হইয়া গেলে মোড়কাদি করা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে আসে না, এই রুমাল জলে ধুইয়া ফেলিলে বিবিধ কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়। তাহার এরূপ প্রস্তাব ছিল যে যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা রুমালগুলি জমাইয়া মাসে মাসে পত্রিকার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিলে অর্দ্ধেক দাম ফেরত পাইবেন। ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা—।"

"এত এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার দেখিতেছি।"

"বড় নূতন নহে। আজ প্রায় ২০০বৎসর পূর্ব্বে স্পেনে এইরূপ

এক সংবাদ পত্র বাহির হয়। কিন্তু উহা শীঘ্রই উঠিয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে nine days' wonder বলে উহা তাহাই ছিল মাত্র। তাহার পর আরও কেহ কেহ চেষ্টা করেন, কিন্তু সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমি সম্পাদক-প্রবরের প্রস্তাবটা বাজে বিবেচনা করিয়া অর্থ-সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হই। তাহাতেই তাহার ক্রোধের উদয় হয়। সেই দিন হইতেই সে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ওঃ। কি নীচ স্বভাব। এমনতর সচরাচর দেখা যায় না, বিশেষতঃ শিক্ষিত লোকের মধ্যে।"

"তাহা হইলে আর সন্দেহের কিছুই থাকিল না। যাহা হউক ইহার একটা বিহিত করা উচিত নয় কি?"

বন্ধুবর শ্লেষের হাস্য হাসিয়া বলিলেন :—

"বিহিত? বিহিত ভগবানই করিবেন। ও আপনার আগুনে আপনি পুড়িয়া মরিবে। আমার অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া যেমন কষ্ট পাইতেছে, তাহাই তাহার বিশেষ শাস্তি; নালিশের পক্ষ আমি নই। কিন্তু, যাহা হউক, হরিশের একটা শিক্ষা হওয়া আবশ্যক—।"

"সেই তোমায় শিক্ষা দিবে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।" এই কথা হঠাৎ কে বিকট্‌স্বরে আমাদের পশ্চাতে বলিয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দেখি হরিশ!

তাহার উভয় হস্তে ঘোড়া তোলা পিস্তল। একটা আমার দিকে আর একটা বন্ধুবরের দিকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বন্ধুবর স্তম্ভিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে বলিলেন :—

"কি নেমক্‌হারাম! দেখ্। বলি, তোর নূতন মনিব আমাদের মারিয়া ফেলিতে কত টাকা দিবে বলিয়াছে?"

"তাহা তোমার শুনিয়া কি হইবে ? এক মিনিট্ সময় দিলাম। প্রস্তুত হও।"

"একটা কথা শোন্। স্থির হ'। সে তোকে জোর পাঁচ শ' বা হাজার দিবে। তাও নগদা নয়। আমাদের মারিয়া ফেলিলে পর। ফলে, টাকা নাও দিতে পারে। উল্টা তুই ধরা পড়িবি ও প্রাণটা খোয়াইবি। তাই বলি, একটু স্থির হইয়া বিবেচনা কর। যাহা হই-য়াছে তাহার উপায় নাই। তোকে আমি নগদ ২০০০৲ দিব। তুই তাহা লইয়া দেশে চলিয়া যা। সেখানে গিয়া একটা কারবার করিয়া খাস্। ও মুখ আর এখানে দেখাস্ নি। কি বলিস্ ?"

দেখিলাম প্রস্তাবটা হরিশের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল,

"বিশ্বাস কি ?"

"যাহাতে হয় তাহাই করিব।" বন্ধু উত্তর দিলেন। "তুই এক কাজ কর্। পিস্তল দুইটা তোর ডাইনে যে গ্লোব দুইটা আছে তাহা-দের পাশে রাখিয়া দে। পরে উহাদের উপরিভাগ জোরে চাপিয়া ধর্। তাহা হইলেই উহারা ফাঁক হইয়া পড়িবে। উহাদের প্রত্যেকটার ভিতর ১০০৲ টাকা করিয়া ১০ খানা নোট আছে। তাই নে। ভয় নাই, আমরা পলাইয়া যাইব না বা তোকে ঐরূপে নিরস্ত করিয়া আক্র-মণ করিব না।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার বন্ধুর দিকে চাহিয়া সে পিস্তল দুইটা তাহার কোটের পকেটে রাখিল। পরে জোরে গ্লোব দুইটার উপর চাপিয়া ধরিল। তৎক্ষণাৎ বন্ধুবর নিকটস্থ একটা কল দুই চারি বার ঘুরাইয়া দিলেন। হরিশ চীৎকার করিয়া উঠিল ও তাহার হাত সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

বন্ধুবর হাস্য করিয়া বলিলেন :—

"কেমন হল'ত, টাকা লও।" তাহার পর পিস্তল দুইটা তাহার পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়া একটী ড্রয়ারের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

আমি বিস্মিত হইয়া একবার বন্ধুবরের মুখের দিকে আর একবার হরিশের দিকে তাকাইতে লাগিলাম।

"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়," বন্ধুবর বুঝাইয়া বলিলেন। "এয়ার পম্পের দ্বারা গ্লোব দুইটার ভিতর ভেকুয়ম্ (বায়ুশূন্য) করা হইয়াছে। বায়ুর চাপের জন্য ও হাত উঠাইয়া লইতে পারিতেছে না; ঐ দেখ উহার হাত ইহারই ভিতর ফুলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

আমি বলিলাম :—

"ইহাকে পুলিশে দেওয়া যাউক। তাহা হইলে আইন অনুসারে উহার লাইসেন্স্ রদ হইয়া যাইবে। উহাকে আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না।"

বন্ধু বলিলেন :—

"ব্যস্ত হইও না। এ এখন আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে। উহার দ্বারায় আমাদের সাহায্য হইবে। একটা ইংরাজী বচন আছে, "To set a thief to catch a thief।" হরিশের দ্বারা আমার শত্রুদিগকে দমন করিতে পারিব।"

"এ ভাল কথা।"

জালে পড়িয়া, হরিশ অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। বন্ধুবর একটু চিন্তার পর বলিলেন :—

"দেখ, হরিশ, যাহা হবার হয়ে গেছে। এখন তুই যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'স তোর সকল দিকেই মঙ্গল, নতুবা তোর দশ বৎসরের জন্য শ্রীঘরবাস অনিবার্য্য। আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'লে, তুই প্রতিশ্রুত ২০০০৲ টাকা নিশ্চয়ই পাইবি।"

"আপনি যাহা বলিবেন আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাহাই করিব। আমায় এ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিন। বড় কষ্ট হইতেছে।"

হরিশ এই কথাগুলি কাতরস্বরে বলিল। বন্ধুবর তখন একটা কল টিপিলেন। অমনি গ্লোব দুইটা বায়ুপূর্ণ হইয়া গেল। হরিশ তখন তাহার হাত উঠাইয়া লইতে সক্ষম হইল। পরে আমাদের পায়ে পড়িয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিলাম তাহার উত্তরে সে বলিল যে অর্থের লোভে সে আমাদের সভার বিবরণ "প্রভাতী" সম্পাদককে দিয়াছিল। তাহারই ইচ্ছানুসারে সে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ভাঙ্‌চি দিয়াছে ইহাও স্বীকার করিল।

বন্ধুবর তাহাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়া একখানা কাগজ সহি করাইয়া লইলেন। তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম্ম এই যে সে অর্থের লোভে আমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করিয়াছিল, এজন্য সে অনুতপ্ত; ভবিষ্যতে সে কখনও অনিষ্ঠের চেষ্টা করিবে না। করিলে, আমরা ইচ্ছামত শাস্তি দিতে পারিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক মাসের মধ্যে "সী গোল্ড্‌ সিন্‌ডিকেট্‌ লিমিটেড্‌" (Sea Gold Syndicate Ltd.) আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়া গেল। আমরা একবাক্যে বন্ধুবরকে বোর্ড অব্‌ ডাইরেক্‌টার্সের সভাপতি মনোনীত করিলাম। কাহারও কাহারও মতে ২৫ লক্ষ টাকা মূলধন কম বোধ হওয়ায় ৩০ লক্ষই মূলধন নির্দ্দিষ্ট হইল। অবশ্য মূলধন আবশ্যক মত কমাইবার ও বাড়াইবার ক্ষমতা আমাদের থাকিল। নিম্নলিখিত পাঁচ-জন ব্যক্তি ডাইরেক্‌টার্স মনোনীত হইলেন:—

শ্রীরজনীনাথ রায় (রে ব্রাদার্স লিমিটেডের অধ্যক্ষ)।

„ চারুকৃষ্ণ ঘোষ (ঘোষ এণ্ড সন্স্ লিমিটেডের অংশীদার)।

„ সুধাময় বল (দালাল)।

„ রমানাথ মিত্র (বেঙ্গল জীবন বীমা কোম্পানী লিমিটেডের ডাই-রেক্টার)।

„ বিপ্রদাস ভাদুড়ী (জমীদার)।

কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে আমাদের রেজেষ্টারী-কৃত আফিস্ স্থাপিত হইল। ব্যাঙ্কার্স সলিসিটার্স প্রভৃতিও যে স্থির করা হইয়াছিল,তাহা বলা বাহুল্য। প্রথম "কল" শতকরা ২৫ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। কোম্পানী রেজেষ্টারী হইবার এক সপ্তাহের মধ্যে অংশীদারগণ স্বস্ব দেয় জমা দিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া বন্ধুবর বোম্বাইএর হাসানজী কোম্পানীকে তাঁহার বর্ণনানুযায়ী জাহাজ নিৰ্ম্মাণ করাইবার অর্ডার দিলেন। উহার নক্সাদি বন্ধুবর নিজেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ উহা দেখিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন যে উহার মধ্যে কতকগুলি এমন অংশ আছে, যাহা প্রকাশ হইলে ক্ষতি হইতে পারে। এজন্য তিনি উহা এখন দেখাইতে অস্বীকার করিলেন। কাজে কাজেই আমরা নক্সা দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলাম না।

হাসানজী কোম্পানী ছয়মাসের মধ্যে জাহাজ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার চুক্তি-পত্র সহি করিলেন। উহার কয়েকটী সর্ত্তের মধ্যে একটী এই ছিল যে ছয়মাসের পর প্রত্যেক "বিলম্ব"-দিনের জন্য ১০০০৲ টাকা তাহারা খেসারত দিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু যদি চারি মাসের মধ্যে তৈয়ার করিয়া দিতে পারে, তবে ৫০০০০৲ হইতে ৭৫০০০৲ টাকা বোনাস্ পাইবে। আর যদি, তাহাদের দোষে, কোন রকমে নক্সার বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহারা পাঁচ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে বাধ্য থাকিবে।

সপ্তাহে একদিন, আমরা, অর্থাৎ ডাইরেক্টররা, আফিসে আসিয়া "চলতি কার্য্য" সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুই মাস গত হইল। তাহার পর হাসানজী কোম্পানী একটী রিপোর্ট পাঠাইল, তাহাতে আমাদের আশা হইল যে চারি মাসের মধ্যে জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিবে। তখন আমরা কাপ্তেন, নাবিক প্রভৃতি নিয়োগের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের উৎসাহ কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

একদিন বৈকালে আমি আফিস হইতে বাটী আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর অতি ব্যস্তভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যাপার শীঘ্রই জানিতে পারিলাম। জাহাজের নক্সার ডুপ্লিকেট, যাহা বন্ধুবরের নিকট ছিল, তাহা চুরি গিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ! চুরি কি প্রকারে হইল, বন্ধুবর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মন কেমন এক রকম হইয়া গেল। তাঁহার বাসায় গেলাম। তিনি পাঠাগারে লইয়া গিয়া, একখানি চেয়ারে আমায় বসিতে বলিয়া বলিলেন :—

"কি করিয়া চুরি হইল, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই সেফ্‌টায় আমার যত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র, টাকা কড়ি আদি থাকে। আজ প্রায় সপ্তাহ খানেক হইল ইহা খুলি নাই। কেন না, খুলিবার আবশ্যক হয় নাই। অদ্য আমার রাঘবপুরের জমীদারীর কাগজপত্র দেখার আবশ্যক হওয়ায় ইহা খুলি। তখন দেখিলাম নক্সাখানি নাই। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর দেখিতে পার।"

সেফ্‌টা ভাল করিয়া দেখিলাম। বাস্তবিকই নক্সাখানি নাই। কেমন একটা অবসন্নভাব বোধ হইতে লাগিল। বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"সেফ্‌টার চাবী কোথায় থাকে?"

"সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকে।"

"সর্ব্বদা যে জামা ব্যবহার কর, তাহার পকেটে তো ?"

"হাঁ।"

"রাত্রে কি জামা গায়ে দিয়ে শোও ?"

"না। কখনও না। তখন জামা আলনায় ঝুলাইয়া রাখি।"

"চাবি দেখি।"

উহা মাইক্রস্‌কোপ দিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহার যে মোমের ছাপ লওয়া হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল না। কেন না, যখন আজ সাতদিনের মধ্যে ঐ চাবী ব্যবহার হয় নাই, তখন ছাপ লওয়া হইয়া থাকিলে উহার কোন না কোন চিহ্ন থাকিত। বিশ্বাস হইল চোর কোন সামান্য ব্যক্তিমাত্র। বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"আচ্ছা, নক্সা চুরি গেলে বিশেষ ক্ষতি আছে কি ?"

"আছেও বটে, নাইও বটে। যদি কেহ প্রতিদ্বন্দিতা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ঐ নক্সা অনুযায়ী একখানা জাহাজ প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। নক্সার বা আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির পেটেন্ট লই নাই। অতএব যদি কেহ তাহা নকল করে, আমি তাহাকে আইনের আমলে আনিতে পারিব না। কিন্তু সে আমার সুবর্ণ প্রস্তুতের উপায় জ্ঞাত না থাকায়, ব্যর্থ-মনোরথ হইবে।"

"ঐ উপায়টা কি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ ?"

"নিশ্চয়ই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম :—

"ভাল বোধ হইতেছে না। দেখ তো সেটা চুরি গিয়াছে কি না ?"

"হাঁ, সে কে লইবে ? বস, এখনই তোমায় দেখাই।"

বন্ধুবর আর একটা সেফ্‌ খুলিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজ পত্রাদি

তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

"সর্ব্বনাশ, তাহাও যে চুরি গিয়াছে দেখিতেছি।"

আমি আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলাম:—

"বল কি? ও চোর তবে তো সোজা নয়?"

একটু পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুবর বলিলেন:—

"যখন চুরি হইয়াছে, তখন উপায় নাই। সুখের বিষয় সুবর্ণ প্রস্তুতের উপায়ের বিবরণ এই ডায়ারীতে লেখা আছে। ইহা চুরি যায় নাই। এই দেখ! ইহার উপর কিছুই লেখা নাই দেখিয়া চোর বোধ হয় এটা ছোঁয় নাই। কিন্তু এই ডায়ারী চুরি করিলেও কাহারও সুবিধা হইবে না, কেন না ইহা এমনভাবে লেখা যে, আমাভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তির উহার বোধের অগম্য। যাহা হউক, এ বিষয় অনতিবিলম্বে ডায়রেক্টরদিগকে জানান উচিত। কি বল?"

"না, এখন নয়। কেন না মানুষের মন কখন কি হয়, বলা যায় না। চাই কি তোমায় তাঁহারা সন্দেহ করিতে পারে। আর দুই চারি দিন অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে ভাল রকম সন্ধান করা যাউক। আমার কার্য্যের ক্ষতি হইলেও, আমি বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে ক্রুটী করিব না। চোর ধরা পড়িবে নিশ্চিত।"

আর দুই একটা কথাবার্ত্তার পর, আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি, এমন সময় বন্ধুবর অতি ব্যস্তভাবে আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বদন অতি প্রফুল্ল।

তিনি আহ্লাদসহকারে বলিলেন, "চাবী পাওয়া গিয়াছে।" তখন

বোধ হইল যেন আমার দেহ হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

"কি ? সকল কাগজপত্র আছে তো ?"

"হাঁ"।

"কি রকমে দেখিতে পাইলে ?"

একটা দলিলের প্রয়োজন হওয়ায় সেফ্‌টা খুলি। দেখি উপরেই এই দুইখানা রহিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি জাহাজের নক্সা ও সুবর্ণ প্রস্তুতের বিবরণ আমায় দেখাইলেন।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। এখন আর চুরির কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস যে কোন চোর ইহার নকল রাখিয়াছে। সে যে অতি চতুর তাহা বুঝা যাইতেছে।"

আর দুই একটী কথাবার্ত্তার পর বন্ধুবর চলিয়া গেলেন। সেইদিন আমাদের সাপ্তাহিক সভার এক অধিবেশন হয়। যথাসময়ে উপস্থিত হইলে পর, বন্ধুবর আমায় বলিলেন ঃ—

"এই, আর এক বিপদ উপস্থিত। এই টেলিগ্রাম পাঠ কর।"

দেখি হাসানজী কোম্পানী লিখিয়াছে যে তাহারা কোন বিশ্বস্ত ব্যাঙ্কের নিকট শুনিয়াছে যে আমাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। আবশ্যক হয় কোন আদালতে তাহাদের অভিযোগ প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছে। এই জন্য সমস্ত টাকা অগ্রিম না পাইলে, তাহারা ডেলিভারি দিবে না এবং আপাততঃ সকল কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে।

আমি বলিলাম ঃ—"এ কলঙ্ক কে দিল তাহা এক্ষণই জানা উচিত। এক্ষণেই টেলিগ্রাফ্‌ করিতেছি।"

অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে উত্তর আসিল যে তাহারা আমাদের আপনার লোকের

নিকট সকল কথা শুনিয়াছে। তাহারা তাঁহার নাম বলিতে প্রস্তুত ও বাধ্য নহে।

সুধাময় বাবু বলিলেন :—

"এদের মেজাজটা কিছু উগ্র দেখিতেছি। আমার ইচ্ছা হইতেছে যে ইহাদের অর্ডার এখনই রদ করিয়া দিই।"

"তাহার উপায় নাই," বন্ধুবর বলিলেন। "আইনে বাধা আছি যে।"

বিপ্রদাস বাবু এতক্ষণ একখণ্ড কাগজ পাঠে ব্যস্ত ছিলেন। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

"বাঃ, দেখ দেখ। এই এক নূতন খবর।"

কাগজখানা লইয়া আমি পাঠ করিলাম। সেখানা "প্রভাতী"র সান্ধ্য সংস্করণ। উহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল :—

"আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক মহাশয়গণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে অতি শীঘ্র কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান মিলিত হইয়া একটী কোম্পানী গঠন করিয়া সমুদ্রের জল হইতে সুবর্ণ প্রস্তুত করিবেন। মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। বাকী অংশগুলি সাধারণকে ক্রয় করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে। এই ব্যবসায়ে লাভ যে অত্যধিক তাহা বলা বাহুল্য। কোম্পানী স্থাপয়িতারা গবর্ণমেণ্টের নিকট "একচেটিয়া অধিকার" লইয়াছেন। তাঁহারা neutral zone এ কার্য্য করিবেন, কেননা তাহা হইলে জলদস্যু না ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না।"

পাঠান্তে আমি বলিলাম :—

"আমার বিশ্বাস যে এই কোম্পানীস্থাপয়িতাদিগের মধ্যে "প্রভাতী" সম্পাদক একজন। এই ব্যক্তি অতি হিংসক। সে আমাদের ভাল

দেখিতে পারে না; তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, দেখা যাউক সে কি করে।"

"লোকটা আমাদের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়ে নাই।" বিপ্রদাস বাবু বলিলেন। "বলে কিনা একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পাগল আর কি ?"

সুধাময়বাবু বলিলেন :—

"আপনি কথাটা উড়াইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু ইহা একটী চিন্তার বিষয়। যদি তাহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একচেটিয়া অধিকার লয়, তাহা হইলে আমাদের কারবার চলিবে না নিশ্চিত। আর একটা কথা। যদি কোন ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট বা জলদস্যু আমাদের আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে।"

বন্ধুবর উত্তর দিলেন :—

আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আংশিক সত্য বটে। কিন্তু দেখুন, আমি তাহার বন্দোবস্ত না করিয়া আগে হইতে সাবধান না হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। একটু বিস্তারিত করিয়া বলি। প্রথম একচেটিয়ার কথা। একচেটিয়া কোথায় হইতে পারে ? না, যেখানে রাজার রাজ্য আছে। neutral zone তো ইংরাজীতে যাহাকে No man's land বলে তাহাই। সেখানে কোন রাজার রাজ্য নাই। অতএব তথায় কার্য্য করিলে একচেটিয়া-ওয়ালারা আমাদের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না। আপনি বলিতে পারেন, "কেন, neutral zone এ কার্য্য নাইবা করা হইল ? রাজ্যের সীমানার মধ্যে করুন না কেন ?" আমি তাহা করিতে প্রস্তুত নহি। কেননা তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের তদারক ও অন্যান্য হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে। ফলে, অনেক অর্থ বৃথা ব্যয় হইয়া যাইবে। সুতরাং লাভের অংশ কমিয়া যাইবে। তাহার পর, জলদস্যু ও ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের আক্রমণের কথা। তাহারও

বন্দোবস্ত করিয়াছি—একটা টরপেডোর ওয়াস্তা। আপনারা আমার উপর যখন সকল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তখন এ বিশ্বাসও রাখিতে পারেন।”

বিপ্রদাস বাবু বলিলেনঃ—“বিশ্বাস না থাকিলে কি আর এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম। যাহা হউক,এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই।”

বল মহাশয় চিন্তাযুক্তভাবে বলিলেন :—

“দেখুন, সত্য বলিতে কি, আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে। আমি প্রস্তাব করি যে আমাদের কোম্পানীকে পাব্‌লিক্ করা হউক।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

“কি করিয়া করা যাইবে?”

“কেন, আমাদের মূলধন বাড়াইবার বা কমাইবার অধিকার আছে। আমরা মনে করিলেই, ধরুন আর পাঁচলক্ষ টাকার অংশ সৃষ্টি করিয়া সাধারণকে উহা বিক্রয় করিতে পারি। তবে নিয়ম পত্রের যা একটু পরিবর্ত্তন করিতে হয়, এইমাত্র। এ আর বেশী কথা তো নয়।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

“কেন, প্রাইভেট্ কোম্পানীতে কাহারও আপত্তি আছে কি?”

“হওয়া বিচিত্র কি? মানুষের মন, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।”

একটু বিরক্তভাবে আমি বলিলাম :—

“এমন যদি কেহ থাকেন, তিনি আমাদের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারেন। আমি তাঁহার অংশ parএ ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।”

বিপ্রদাস বাবু বলিলেন :—

“চটিবেন না। অংশীদারদিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া সকলের এ বিষয়ে মতামত জানা যাউক। তাহার পর যাহা হয় স্থির করা যাইবে।”

বল মহাশয় বলিলেন :—

"আমি প্রস্তাব করি যে যখন কার্য্য চালানর ভার আমাদের উপর ন্যস্ত আছে, তখন এক্ষণেই ভোট লইয়া দেখা যাউক আমার প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কয়জন আছেন।"

ভোট লইয়া দেখা গেল যে চারিজন তাঁহার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। অতএব উহা গ্রাহ্য হইল না। কিন্তু বল মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন :—

"আমি সকল অংশীদারগণের নিকট আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহি। তাঁহারা যদি আমার বিপক্ষে মত দেন, তবে আমি উহা গ্রাহ্য করিব নতুবা নহে।"

"তাহাই করুন," বন্ধুবর একটু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন।

বিপ্রদাস বাবু বলিলেন :—

"কথায় কথায় অন্য কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এখন হাসানজী কোম্পানীকে কি লিখিবেন স্থির করিলেন?"

ধন্যবাদ, এ কথাটা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল," বন্ধুবর বলিলেন। "দেখুন, আমাদের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। এখন যদি আমরা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে চাহি, উহারা বক্র হইয়া দাঁড়াইবে। শেষে আদালতে যাইতে হইবে। ফলে অনর্থক ব্যয়, মনঃপীড়া ও কার্য্যারম্ভে অযথা বিলম্ব ইত্যাদি ঘটিবে। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে উহাদের প্রাপ্য টাকার বার আনা মত অগ্রিম দেওয়া হউক।"

আমি উহা সমর্থন করিলাম। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র একটী মত থাকায় উহা গৃহীত হইল। আপত্তিকার আমাদের বল মহাশয়।

যথারীতি ধন্যবাদাদির পর সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাটী আসার অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই বন্ধুর নিকট এই বার্ত্তা আসিল:—
"এখনই আসিবে। আর এক বিপদ উপস্থিত।"

তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলাম এবং অতি ব্যস্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

তিনি বলিলেন:—

"বাটী আসিয়া দেখি পক্ষীকাগারে যে মার্ব্বেল নির্ম্মিত চৌবাচ্চায় সমুদ্র জল থাকে তাহা কেহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। যে সেফে আমাদের নক্সা ও সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার উপায়ের বিবরণী থাকিত তাহার চাবীও কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটী জিনিষ চুরি করিতে পারে নাই। বোধ হয় সেই সময় কেহ ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"তাহা হইলে তুমি কার্য্যস্থলে যাইবার পর এই ঘটনা ঘটিয়াছে?"
"নিশ্চয়ই"।

"তুমি বাটী হইতে যাওয়ার সময় এখানে কে কে ছিল জান?"
"শুনিলাম দুইজন ঝি ব্যতীত আর কেহ ছিল না।"

"হরিশ কোথায়?"

"সেও এক কথা। কাল প্রাতে আহারাদির পর সে চলিয়া যায়। এখনও পর্য্যন্ত আসে নাই—"।

"এই যে, আপনার দাস উপস্থিত। প্রণাম।" এই কথা আমাদের পশ্চাতে কে বলিয়া উঠিল।

চাহিয়া দেখি, হরিশ। তার মুখে কেমন একটা হাস্যের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে।

বন্ধুবর বিরক্তভাবে প্রশ্ন করিলেন:—

"তুই না বলেকয়ে কোথায় গিয়েছিলি?"

সে সহাস্যে বলিল:—"প্রণাম। আমার বক্‌সিস্।"

বন্ধুবর রাগিয়া বলিলেন ঃ—"আমি কি তোর ইয়ার, গর্দ্দভ ?"

"আজ্ঞে না! তবে বক্‌সিস্ কত দিবেন বলুন। এক অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ আনিয়াছি। এতক্ষণ কোথায় ছিলাম পরে বলিব।"

আমি বলিলাম ঃ—

"যদি বাস্তবিকই তুই কোন অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারিস্ তবে তোকে ১০০০৲ টাকা বক্‌সিস দিব"।

"আচ্ছা বেশ। এখন শুনুন। আপনারা মনে করিবেন না যে আমি আর নেমকহারামী করিব। একবার যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখনও অনুতাপ করিয়া থাকি। স্বকৃত অপরাধের যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখন এই কাগজখানি পাঠ করুন।"

উহা পাঠ করিয়া দেখি যে, বল মহাশয় আমাদের কোম্পানীতে তাঁহার যে পাঁচলক্ষ টাকার অংশ ছিল তাহা গতকল্য "প্রভাতী" সম্পাদককে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন !

বন্ধুবর এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন :—

"ওঃ এখন বুঝা গেল, বল মহাশয় কেন আমাদের কোম্পানীকে সাধারণ করিবার জন্য জেদ্ করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা, এরূপ হইলে অধিকাংশ অংশ নিজে ক্রয় করিয়া লইয়া সর্ব্বপ্রধান অংশীদার হইলে কোম্পানীকে যথাইচ্ছা চালাইতে পারিবেন। চাই কি পরে আমাদিগকে দূর কবিবার চেষ্টাও করিতে পারেন। এ দেখিতেছি উনবিংশ-শতাব্দীর শেষভাগে Rockfeller ও Rogers, Standard Oil-Trust ও Amalgamated Copper Company গঠন করিয়া যেরূপে রাতারাতি ফাঁপিয়া উঠে, সেই রকম একটা মতলব বল মহাশয়েরও আছে। তবে সুখের বিষয় সেদিন আর নাই।"

"লোকটার কি আস্পর্দ্ধা দেখ। অদ্য সে যখন তাহার অদ্ভুত প্রস্তাব করিতেছিল তখন তাহার কোন Locus standi ছিল না।"

"আরও কথা আছে। এইখানা দেখুন," বলিয়া হরিশ একখানা কাগজ দিল।

পড়িয়া দেখি সেখানা "প্রভাতীর" যে সাহ্ম্য-সংস্করণে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী গঠন করিবার কথা লেখা ছিল তাহারই একখানি অনুষ্ঠান-পত্র (prospectus)। সভাপতি সম্পাদক-প্রবর স্বয়ং! বল মহাশয় ইহার একজন ডাইরেক্টর! মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা ও কার্য্যস্থল মান্দ্রাজের নিকট স্থির হইয়াছে। অনুষ্ঠান-পত্রখানা আমাদের অনুষ্ঠান পত্রের একরূপ অনুলিপি বলিলেই হয়। আমি প্রশ্ন করিলাম, "এই দুইখানা পাইলে কোথা হইতে ?"

হরিশ শান্তভাবে উত্তর দিল :—"এ আর বুঝিতে পারিলেন না।? চুরি করিয়া আনিয়াছি।"

"অ্যাঁ, কি রকমে ?"

"মাপ করিবেন। তাহা এখন বলিব না।"

"আচ্ছা, ইহার সন্ধান পাইলে কিরূপে ?"

"সম্পাদক মহাশয় আমায় বড়ই বিশ্বাস করেন। আমি সর্ব্বদা ভৃত্যের মত তাঁহার সেবা করি। তাঁহার কার্য্যকলাপ আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি। আজি কয়েক দিন হইতে দেখিতেছি যে বল মহাশয় তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছেন। এক দিন রাত্রে দেখি উঁহারা কি পরামর্শ আঁটিতেছেন। আড়াল হইতে সকল কথা শুনিলাম। এই স্থির হইল যে বল মহাশয় সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার অংশ বিক্রয় করিবেন। সম্পাদক মহাশয় একজন অংশীদার হইলে পর যেরূপে পারেন আপনাকে ডাইরেক্টার নিযুক্ত করিয়া লইবেন। পরে যাহাতে আপনাদের কোম্পানী ভাঙ্গিয়া যায় তাহার উপায় করিবেন। এদিকে আমায় দিয়া আদি নক্সা চুরি করাইবেন এবং আর এক কোম্পানী গঠন করিয়া সেই নক্সা অনুসারে কার্য্য করিবার জন্ম

গভর্ণমেণ্টের নিকট একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।"

"আচ্ছা, হাসানজীদের কে ভাঙ্‌চি দিয়াছে শুনিয়াছ ?"

"হাঁ। সম্পাদক মহাশয়ের প্ররোচনায়, বল মহাশয় উহাদিগকে এক পত্র লেখেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, তিনি Sea Gold Syndicate এর একজন ডাইরেক্টর। কিন্তু অধুনা স্বাপায়িতাদিগের কার্য্যের উপর সন্দেহ হওয়ায়, তিনি শীঘ্রই নিজের পদত্যাগ করিবেন এবং আপনাদের কার্য্যের জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।"

বন্ধুবর বলিলেন :—

"তাহা হইলেই সকল কথা বুঝা গেল। এই ভাঙ্‌চির পর হইতে হাসানজী কোম্পানীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাই তাহারা ঐরূপ পত্র আমাদের লিখিয়াছে। তাহাদের কোন দোষ নাই। ওঃ! আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক প্রবর কত ক্লেশই না স্বীকার করিতেছেন। ধন্য শিক্ষা! ধন্য দীক্ষা!!"

হরিশ বলিল :—"আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। নক্সাদি যে চুরি করিয়াছিল তাহাকে ধরিয়াছি।"

আমরা উভয়ই আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল কি! চোর এই বাটীতেই আছে ?"

হরিশ বলিল,"অনুমতি করিলে তাহাকে এক্ষণেই উপস্থিত করিতে পারি।"

আমরা অনুমতি দিলে, পাঁচমিনিট মধ্যে বন্ধুবরের এক বৃদ্ধা ঝিকে সঙ্গে লইয়া হরিশ আসিল এবং তাহাকে দেখাইয়া বলিল—"এই চোর।"

"এই ?" বন্ধুবর চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "হাঁরে, তোর এমন মতিগতি কেন হইল ?"

ঝি ন্যাকাভাবে বলিল, "কি বাবু, আমিত কিছুই জানি না"।

হরিশ ব্যঙ্গভাবে বলিল :—"কি ভাল মানুষগো! সত্য করিয়া বল্ তুই বাবুর কয়েকখানা দরকারী কাগজ মাঝে চুরি করিয়াছিলি কি না ?"

"ওমা! আমি কি জানি, আমি চুরি করিব কেন? কেন মিথ্যা অপবাদ দেও? আজ তিন কাল গেল—"।

হরিশ তাহাকে শাসাইল :—

"দেখ্, ভাল চাস্ তো এখনও সত্য বল্। নইলে তোর ভাল হবে না।"

তবুও সে দোষ স্বীকার করিল না।

হরিশ আমাদিগকে বলিল :—

"তবে সকল কথা শুনুন। একদিন ও আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। কথা-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি এক সেফে রাখিয়া থাকেন এবং উহার চাবী আপনার মাথার বালিসের নীচে থাকে। তখন বুঝিতে পারি নাই যে তাহার এই কথাগুলি জানার এক গুরুতর অভিপ্রায় ছিল। পরে একদিন সম্পাদক মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে আমায় ঐ প্লানাদি চুরি করিয়া তাহাকে দিতে বলেন। আমিকতকগুলি ওজর করিয়া অপারগতা জানাই। তাহাতে তিনি আমায় আর কিছু না বলিয়া এই ঝিকে অর্থলোভে—মাত্র ৫০৲ টাকায়—বশীভূত করিয়া আপনার অনুপস্থিতিতে ঐ কাগজগুলি চুরি করাইয়া লইয়া যান। কথাটা প্রকাশ পাইত না। কিন্তু কি জানেন, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। কথা-প্রসঙ্গে ঝি উহার কুকার্য্যের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাহারই নিকট আমি সকল কথা শুনিয়াছি।"

বন্ধুবর ক্রুদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন:—"হাঁরে মাগি, তোর এই কাজ? আমি দুধ-কলা দিয়ে কি তবে এতকাল সাপ পুষ্‌ছি?"

"আ—না—না—আমি—না—", ঝি গোঙ্গাইয়া বলিতে লাগিল। বন্ধুবর হরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আচ্ছা, আমার মার্ব্বেল চৌবাচ্চাটা কে ভাঙ্গিয়াছে বলিতে পার?"

"এই মাগীর ছেলের কাজ। নিজে বুড়া হইয়াছে, তত সামর্থ নাই।

তাই ছেলেকে দিয়া চৌবাচ্চা ভাঙ্গাইয়াছে। বোধ হয়, ঘুস খাইয়া সেফ্‌টাও ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিল। স্বচক্ষে উহা ভাঙ্গিতে দেখি নাই। কিন্তু চৌবাচ্চা ভাঙ্গা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় আমি আসিয়া পড়ি। আমায় দেখিয়া সে পলায়। আমি তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই।"

হরিশের কথা শুনিয়া আমরা উভয়েই কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহারপর ঝিকে একটু পীড়াপীড়ি করাতে সে সকল কথা স্বীকার করিল ও পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার দোষ বিশেষ কিছু দেখিলাম না। কেন না, সে এক চক্রীর হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বল মহাশয়ের কাণ্ড আমরা আপাততঃ প্রকাশ করিব না স্থির করিলাম। কিন্তু সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

একদিন প্রাতে আমরা পত্র পাইলাম যে অংশীদারগণের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাকে আমাদিগকে, অর্থাৎ ডাইরেক্টার-গণকে, কার্য্যের এক হিসাব উপস্থিত করিতে হইবে, এবং সেই সময় একজন অংশীদার একটী প্রস্তাব করিবেন।

কাজটা বেআইনী হইলেও আমরা যথাসময় সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। দেখি, সকল অংশীদারগণই উপস্থিত। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এই বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন :—

"অদ্যদার সভা আহ্বানের একটী বিশেষ কারণ আছে। আমি অনেকদিন হইতে ডাইরেক্টারগণ কি করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য

উৎসুক আমি। শুনিতে পাই, হাসানজী কোম্পানী কি গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে। কাজেই, আমরা একটা হিসাব নিকাশ লইতে বাধ্য হইতেছি। ডাইরেক্টার মহাশয়েরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের হিসাব up-to-date রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাহাই উপস্থিত করুন।"

আমি বলিলাম:—

"এ কিরূপ কথা? আপনারা আমাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিয়া সকল বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য সকল কার্য্য করিতেছি। আমরা হিসাব দেখাইতে বা এতদিন কি করিয়াছি তাহার বিবরণ উপস্থিত করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু বেয়াইনী ভাবে কিছুই দিব না। রীতিমত নোটিস্ দিয়া সভা আহ্বান করুন। আমরা আহ্লাদে সকল কথা জানাইব।"

সেই অংশীদার মহাশয় বলিলেন:—

"এই সভা যথানিয়মে আহুত হইয়াছে। এ বিষয়ে বোধহয় দুইজন ব্যতীত আর কাহারও অন্যমত নাই। আমি প্রস্তাব করি যে আমাদের একজন মাননীয় অংশীদার "প্রভাতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদাস ঘোষ মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি হউন।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই একজন অংশীদার, শ্রীপ্রিয়নাথ রায়, বলিয়া উঠিলেন:—

"প্রভাতী"—সম্পাদক আমাদের অংশীদার নহেন। তিনি কিরূপে সভাপতি হইতে পারেন?"

আমি থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম:—

"বাস্তবিকই তিনি এখন একজন অংশীদার। বলমহাশয় সকল কথা জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

বলমহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন:—

"কই, কবে তিনি অংশীদার হইলেন? আমিত কিছুই জানি না?"

"প্রভাতী"-সম্পাদক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিলেন :-

"দেখিতেছি, বলমহাশয়ের স্মরণশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। এমন অবস্থায় তিনি এরূপ গুরুতর কার্য্যের সহিত জড়িত না থাকিয়া কিছুকাল আপনার চিকিৎসকাদি করান। অন্যথা তাঁহার পরিণাম শোচনীয় হইতে পারে।"

বলমহাশয় বলিলেন :—

"আপনার কথায় পরম আপ্যায়িত হইলাম। আমার স্মরণশক্তির কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাস হয় নাই। আমি প্রস্তাব করি যে "প্রভাতী"—সম্পাদক মহাশয়ের যখন এখানে আসিবার কোন অধিকার নাই তখন তাঁহাকে সভা হইতে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করা হউক।"

"কেন যাইব? কখনই নহে," সম্পাদক মহাশয় টেবিল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন।

বলমহাশয় দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন :—"আপনি অংশীদার নহেন বলিয়া।"

সম্পাদকমহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"বটে? তবে মহাশয়গণ শুনুন। এই ভদ্রলোক তাঁহার অংশ আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। তাহার কোবালা এই দেখুন।" এই বলিয়া কতকগুলি কাগজ আমার হস্তে দিলেন।

খুলিয়া দেখি উহা কতকগুলি সাদা কাগজ মাত্র! একটীও অক্ষর কোথাও নাই!

আমি উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম :—

"একি দিলেন? ইহাতে কিছুতেইতো লেখা নাই।"

"আঁ, বলেন কি?" বলিয়া সম্পাদক মহাশয় অতি ব্যস্ততার সহিত কাগজগুলি উল্‌টিয়া দেখিলেন। সহসা মস্তকে হাত দিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন ও কাতরভাবে বলিলেন :—"আঁ, এ কিরকম হইল? একি? আঁ?"

বল মহাশয় ব্যঙ্গভাবে বলিলেন:—

"লোকটার রকম দেখুন! বলি, এ রকম জুয়াচুরী কবে হইতে অভ্যাস হইয়াছে?"

সম্পাদক মহাশয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলমহাশয়কে প্রহার দিবার জন্য আস্তিন্ গুটাইলেন। আমরা পড়িয়া উভয়কেই সরাইয়া দিলাম এবং সম্পাদক মহাশয়কে আর কেলেঙ্কারি না বাড়াইয়া চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলমহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

"দেখ, বল্। তুই ভীমরুলের চাকে পা দিয়াছিস্। ফলে তোর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তুই মনে করিস্ না যে তোর জুয়াচুরী ধরা পড়িবার জো নাই। আমার মন্দ চেষ্টা করেছিস্। না হয় কিছু টাকা লোকসান্ যা'বে। কিন্তু তোর সেই পত্র যা হাসানজীদের লিখেছিলি—বিস্তারিত খুলে বল্‌বনা—তা' আমার কাছে এখনও আছে। দশ বৎসর দ্বীপান্তর, জানিস্। আমি তোকে সহজে ছাড়্‌বো না।"

তিনি চলিয়া গেলে পর বলমহাশয় আমাদিগকে বলিলেন:—

"লোকটা অতি নীচপ্রকৃতির। আমি উহার ভয়কে থোড়াই কেয়ার করি।"

এই গোলযোগে কার্য্য কিছুই হইল না। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক সপ্তাহের জন্য সভা স্থগিত থাকিল। একে একে সকলেই প্রায় চলিয়া গেলেন। রহিলাম মাত্র আমি, বন্ধুবর ও বলমহাশয়।

বলমহাশয়কে আমি শীঘ্রই গভীরস্বরে প্রশ্ন করিলাম:—

"আপনার এ কেলেঙ্কারি করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

তিনি চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কি? কি বলেন? কেলেঙ্কারি?"

ঘৃণার সহিত তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম:—

"খেলিলেন খেলা ভাল। সম্পাদককে তো জুয়াচোর প্রভৃতি মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। এখন জুয়াচোর কে ধর্ম্মতঃ বলুন ত?"

"কি বলেন? আমি জুয়াচোর?"

"হাঁ। আপনি বিষম জুয়াচোর, দাগা বাজ, প্রবঞ্চক, দস্যু—"

"মুখ সামলাইয়া কথা কহিবেন। না হইলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।"

আস্তিন্ গুটাইয়া হাত দেখাইয়া আমি বলিলাম :—

"শরীরের উপর নহে। এই দেখুন বহরটা।"

"আপনার নামে নালিশ করিয়া কিছুদিন শ্রীঘর দর্শন করাইব।"

"আমায় যাইতে হইবে না। সম্পাদক আপনার সেখানে বাসের আয়োজন করিবেন।"

"আপনি ভাল চাহেন তবে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

"কখনই না।"

বন্ধুবর এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি এখন বাধা দিয়া বলিলেন :—

"রজনী বাড়াবাড়ি করিও না। থাম।"

"লোকটার প্রবঞ্চনার প্রমাণ এক্ষণেই দিতেছি।" এই বলিয়া আমি এক ভৃত্যকে একটা spirit lamp আনিতে বলিলাম। তাহার উপর সম্পাদকের তথা-কথিত কোবালার একপৃষ্ঠা দুইচারি মিনিট ধরিবার পর ইংরাজী ভাষায় লিখিত অনেকগুলি অক্ষর বাহির হইয়া পড়িল।

আমি পড়িতে উদ্যত হইলে, বল বাধাদিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমি চিৎকার করিয়া কিছু কিছু পাঠ করিলাম।

বন্ধুবর বলিলেন :—

"এ ত' আমরা যে কোবালা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তাহারই অনুলিপি। অক্ষরগুলি লোপ পাইয়াছিল কি করিয়া?"

এ আর বুঝিতে পারিলেন না? বল, বড় চালাক লোক কিনা। তাই অদৃশ্যকালী দিয়া এই কোবালা লেখায়! লেখার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে ও অদৃশ্যকালী প্রস্তুতের উপায় জানে।”

বলকে সম্বোধন করিয়া বন্ধুবর বলিলেন :—

“দেখুন আমরা আপনার সকল জুয়াচুরিই জানিতে পারিয়াছি! ইচ্ছা ছিল আপনার গুপ্ত কথা চাপিয়া রাখিব। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে, “ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে”। আপনার কাণ্ড প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আপনার একথা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে আপনিই হাসানজীদের ভাঙ্‌চি দিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আপনি “প্রভাতী” সম্পাদকের সহিত মিলিয়া এক প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন। তাহার হাতে-কলমের প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। সে যাহা হউক আপনি যে জুয়চুরী করিয়াছেন তাহার জন্য আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। আপনি ভদ্র সন্তান, আপনাকে জেলে পাঠান উচিত মনে করি না। আমরা আপনাকে একটা ultimatum দিতেছি। আপনি “প্রভাতী”-সম্পাদককে আপনার যে অংশ বিক্রয় করিয়াছেন, সেই কার্য্য আমাদের articles of association এর বিরুদ্ধে। আমি প্রস্তাব করি আপনি আমাদের কোম্পানীর ডাইরেক্টারের পদ ত্যাগ করুন এবং অদ্যই আপনার অংশ আমাদিগকে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করুন; এবং একটা অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিউন যে ভবিষ্যতে আমাদের মত কোম্পানী কেহ যদি স্থাপন করেন, আপনি তাহার সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না। যদি তাহার সহিত যোগ দেন, তবে এক লক্ষ টাকা খেসারত-স্বরূপ দিতে বাধ্য থাকিবেন।”

স্থিরচিত্তে বল সকল কথা শুনিল এবং একটু পরে উত্তর দিল :—

"চিন্তা করিবার জন্য আমায় দুই একদিন অবকাশ দিতে হইবে।"

বন্ধুবর বলিলেন ঃ—

"কখনই দিব না। অর্দ্ধঘণ্টা সময় দিতেছি। হয় এদিক না হয় ওদিক, এখানেই স্থির করিয়া ফেলিতে হইবে।"

একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বল জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

"আমি যদি আপনার সর্ত্তে রাজী হই, তাহা হইলে এই .কাবালা ফেরত দিবেন ত?"

"হাঁ নিশ্চয়ই।"

"আমি স্বীকার করিলাম।"

বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ আমাদিগের উকীলকে টেলিফোঁ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি উপস্থিত হইলেন। সেইদিনই বিক্রয় কোবালা আমার নামে লেখা হইল। বল উহা সহি করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন যথারীতি উহা রেজেষ্ট্রী হইয়া গেলে পর তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া তাহার জাল কোবালা খানি ফেরৎ দেওয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নানা কারণে আমরা বলমহাশয়ের কাণ্ড অংশীদারগণকে জানাইলাম না। .কেবলমাত্র এই প্রকাশ করিলাম যে তাঁহার অংশ আমি কিনিয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসিত হইলে বলমহাশয় লোকলজ্জার ভয়ে বলিতেন যে তিনি "প্রভাতী"—সম্পাদককর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় আমাদের সহিত সকল সম্পর্ক চ্যুত করিয়াছেন।

সপ্তাহ খানেক যাইতে না যাইতে আমরা দুইজন, অর্থাৎ বন্ধুবর ও আমি, দুইখানি সমন্ পাইলাম। দেখি সম্পাদক বলমহাশয়ের নামে প্রতারণার অভিযোগ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে তাঁহার সাক্ষী

মানিয়াছেন। উভয় পক্ষই ভাল ভাল কৌসিলী নিযুক্ত করিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া মামলা চলিল। কিন্তু বলমহাশয়ের দোষ প্রমাণ না হওয়ায় তিনি অব্যাহতি পাইলেন। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এদিকে হাসানজী কোম্পানীর চুক্তির কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। আর দিন পনের বাকী আছে, এমন সময় আমরা টেলিগ্রাম পাইলাম যে জাহাজ তৈয়ার হইয়াছে। আমরা কাল বিলম্ব না করিয়া উহা দেখিতে বোম্বায়ে গেলাম। উহা লম্বায় ২০০ ফুট। Hull ভাগটা আবলুশ কাষ্ঠে প্রস্তুত ও তাম্র মণ্ডিত। কেবিনগুলি বেশ প্রশস্ত ও সুন্দরভাবে সজ্জিত। এঞ্জিনগুলি মধ্যস্থলে রক্ষিত হইয়াছিল। শুনিলাম জাহাজখানি প্রতি ঘণ্টায় ৭০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে। বন্ধুবর উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর একটা "চলন্ পরীক্ষার" দিন নির্দ্ধারিত হইল। সকল অংশীদারগণকে নিমন্ত্রণ করা গেল। অনেকে বোম্বায়ে আসিলেন। কেহ কেহ আসিতে অপারগ্ ইহা জানাইরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাঙ্গ করিলেন। আমাদের উৎসাহ তখন দেখে কে? একটা মানুষ যেন তিনজন হইলাম।

যেদিন পরীক্ষা হইবে তাহার পূর্ব্বদিনে আমরা উপস্থিত সকল অংশীদার ও ডাইরেক্টরগণ মিলিয়া এক সভা করিলাম। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অংশীদারগণকে আমাদের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ও পরে কি হইবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া।

সভার কার্য্য বেশ চলিতেছে, এমন সময় আমাদের গৃহের দ্বার খুলিয়া দুইজন কোর্টের কর্ম্মচারী প্রবেশ করিল ও বন্ধুবরের হস্তে কি দুইখানি কাগজ দিল। তিনি উহা পাঠ করিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে আমরা অতি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। "প্রভাতী"—সম্পাদক আমাদের নামে কলিকাতা হাইকোর্টে স্মুবর্ণ প্রস্তুত করিতে কেন আমরা নিরস্ত হইব না—যেহেতু আমাদের নক্সাদি তাঁহার নক্সাদির অবিকল নকল মাত্র —

তাহার কারণ দর্শাইবার জন্ম এক রুল লইয়াছেন। তিনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশলক্ষ টাকাও চাহিয়াছেন।

কর্ম্মচারীদ্বয় চলিয়া গেলে পর বন্ধুবর উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"বন্ধুগণ, আপনারা কেহ উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক-প্রবর আর এক খেলা খেলিয়াছেন। ফলে তাঁহার হার নিশ্চিত। তবে আমাদের কার্য্যারম্ভের কিছু বিলম্ব হইবে এই যা। সম্পাদকের এই কার্য্যের ভিতর এক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। তাহা এখন প্রকাশ করিব না। আপনারা আমার উপর যেমন বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমি বড়ই বাধিত আছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

আমার প্রস্তাবে বন্ধুবরের প্রতি একবাক্যে এক বিশ্বাসসূচক ভোট পাশ করা হইল। তৎপরে আমরা এই স্থির করিলাম যে "পরীক্ষা" আপাততঃ বন্ধ থাকুক। হাসানজী কোম্পানীর ইহাতে কোন আপত্তি না থাকায় যথারীতি ধন্যবাদাদির পর সভাভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমরা বুঝিয়াছিলাম যে সম্পাদকপ্রবর আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। আমরাও যে প্রস্তুত ছিলাম না তাহাও নহে। তবে শিক্ষিত লোক পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও যে তাহার দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার চেষ্টা ছাড়িতে পারে নাই ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। যাহা-

হউক কলিকাতায় আসিয়া দেখি হরিশ আমাদের প্রতিদ্বন্দী কোম্পানীর একখণ্ড "অঙ্গীকারপত্র" (articles of association) সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার নিকট শুনিলাম যে সপ্তাহ খানেক হইল ঐ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাহারা এরূপ অসম্ভব প্রতিশ্রুতি করিয়াছে যে আমরা তাহা শুনিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলাম না।

যথাসময়ে রুল শুনানি আরম্ভ হইল। আমাদের কৌসিলী অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে প্রতিদ্বন্দী কোম্পানী আমাদেরই নক্সাদি চুরি করিয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য আমাদিগের অনিষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা বিচারক মহাশয়কে আমাদিগের স্থবর্ণ প্রস্তুতের উপায় দেখাইয়া দিলাম। তিনি প্রতিদ্বন্দী কোম্পানীকে তাহাদিগের উপায় দেখাইতে বলায় তাহারা পারিল না। সুতরাং বিচারক মহাশয় রুল ডিস্‌চার্জ্জ করিয়া দিলেন।

পদে পদে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াও সম্পাদকপ্রবর বিশেষ কিছু করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহাতে তাঁহার ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না। তিনি কত কথাই যে আমাদের বিরুদ্ধে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না।

একদিন প্রাতে ঘরে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছি এমন সময় দরজা খুলিয়া একটী যুবক প্রবেশ করেন। তাহার পরিধানে মলিন বস্ত্র, গাত্রে একখানা ছিন্ন চাদর ও পদ নগ্ন। চেহারা দেখিয়া কিন্তু তাহাকে ভদ্রবংশজাত বলিয়া বোধ হইল। আমার প্রণাম করিয়া সে একখানি পত্র দিল।

উহা পাঠ করিয়া দেখি যে সুধাময় বাবু তাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আমায় অনুরোধ করিয়াছেন। সে বিশ্বাসী ও কর্ম্মপটু ইহাও জানাইয়াছেন। আমি তাহার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিলাম।

সহসা আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"তোমার নাম কি ?"

"আজ্ঞে, সুন্দর লাল।"

নাম চেহারার অনুরূপ বটে।

"তুমি আর কোথাও কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছ ?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে তুমি কি করিয়া এখানে কার্য্য করিবে ?"

"আমি বড় গরীব। আপনাদের উপর ভরসা। আমাকে শিখাইয়া লইলেই সকল কর্ম্ম করিতে পারিব।"

তোমার রেজেষ্টারী সার্টিফিকেট্ আছে ?"

"সে কি ?"

তাহাকে আইন বুঝাইয়া দিলাম। সে যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল ও পরে বলিল :—

"তা এখানে কয়েকদিন কার্য্য করিলে আপনি দয়া করিয়া আমার নাম রেজেষ্টারী করাইয়া দিবেন। আপনি আমার মা বাপ। আমার এ সংসারে আর কেহ নাই। আমায় নিরাশ করিবেন না।"

দেখিলাম যুবক চতুর ও বুদ্ধিমান বটে। যাহাহউক অপর এক ভৃত্যকে ডাকিয়া উহাকে কাজকর্ম্ম শিখাইয়া দিতে বলিলাম। সেইদিন সন্ধ্যার সময় বন্ধুবর কোন কার্য্যোপলক্ষে আমার বাটী আসিলেন। দুই একটী কথাবার্ত্তার পর আমার হস্তে এক টেলিগ্রাম দিয়া বলিলেন :—

"পড়"।

দেখি তাহাতে একটীমাত্র কথা লেখা :—

"সাবধান।" প্রেরকের নাম নাই। স্থানটা দেখিলাম হাওড়া।

বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কিছু বুঝিলে কি ?"

"কিছু কিছু। আমাদের অনিষ্টের জন্য সম্পাদক-প্রবর কোন নূতন ফন্দি স্থির করিতেছেন বা করিয়াছেন। তাহাই কোন অজ্ঞাতনামা বন্ধু জানিতে পারিয়া টেলিগ্রাম দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।"

"হাঁ। আমারও তাহাই বিশ্বাস। সন্দেহের একটু কারণও আছে। হরিশ প্রত্যহই, কোন নূতন সংবাদ থাক আর নাই থাক, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। আজ চারিদিন হইল একেবারেই তাহার দেখা নাই। আমি গুপ্ত সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে সে সম্পাদক-প্রবরের বাটীতে নাই। কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে বিদেশে যাইতে হইয়াছে।"

"কথা ভাল বোধ হইতেছে না। কেন না, যদি কোন কার্য্যের জন্য তাহাকে পাঠান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইত না। মনের অগোচার পাপ নাই। আমার বিশ্বাস সম্পাদক উহার উপর সন্দেহ করিয়া কোথাও তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।"

"আমারও এখন এই সন্দেহ হইতেছে। আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। হরিশ কোথায় আছে সন্ধান লইতে হইবেই হইবে। ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে।"

"নিশ্চয়ই।"

এমন সময় সুন্দরলাল নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং কয়েকখানা সংবাদপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়াই বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"এ কে ?"

"আমার নূতন ভৃত্য।"

"উহাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে?"

সুন্দরলাল বলিয়া উঠিল :—

"আজ্ঞে, সুধাময় বাবুর বাটীতে। আমিও আপনাকে সেখানে অনেকবার দেখিয়াছি।"

বন্ধুবর মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন :—

"না, অন্য কোন স্থানে। মনে হয়—হাঁ—ঠিক—তুমি কি "প্রভাতী" প্রেসের একজন কম্পোজিটর ছিলে না? আমার মনে হইতেছে তোমায় সেখানে দেখিয়াছি।"

"আজ্ঞা, যদি প্রেসের কর্ম্ম জানিব তবে এখানে ভৃত্যের কার্য্য করিব কেন? আপনি বোধ হয় আমার চেহারার মত অন্য কাহাকে দেখিয়াছেন।"

"তাহা হইতে পারে," বলিয়া বন্ধুবর আমার সহিত অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুন্দলাল তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার দুই চারি দিন পরে আমরা সকলে বোম্বায়ে যাত্রা করিলাম। বন্ধুবর আর একবার জাহাজ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ও উপস্থিত সকল অংশীদারগণকে দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার নক্সার অনুযায়ী উহা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু উহার নামকরণ উপলক্ষে বেশ একটু ঝড় বহিয়া গেল। কাহারও মতে "Fortunatus" নাম রাখা উচিত বিবেচিত হইল। কেহ বলিলেন বন্ধুবরের নামানুসারে উহার নাম-

"ইহার নাম "আমার ভারত" রাখা হইল।" (পৃঃ ২৭)
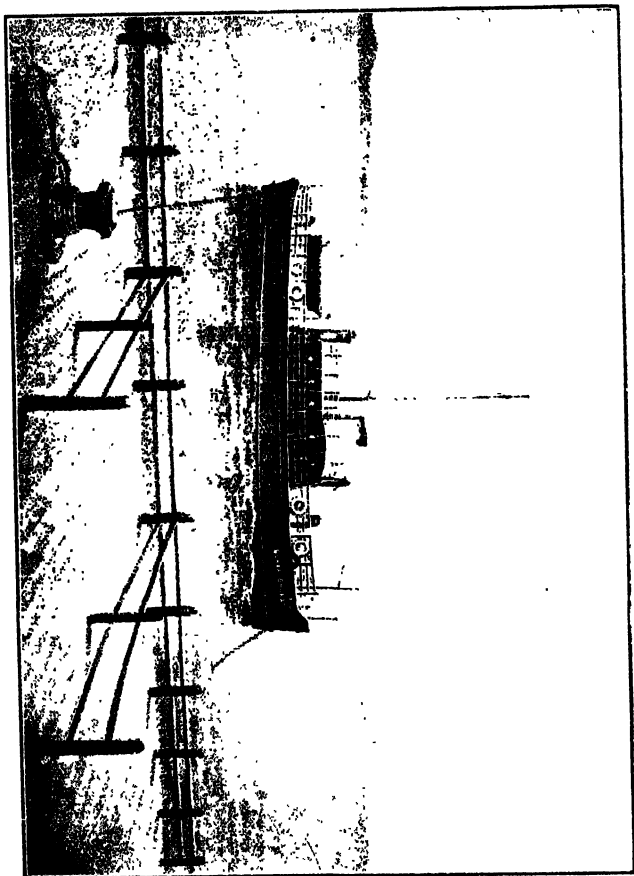
করণ করা হউক। অবশেষে তাঁহার মধ্যস্থতায় উহার নাম "সোনার ভারত" রাখা হইল।

পরে জাহাজের কার্য্যকারিতা পরীক্ষার জন্য একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সেদিন আকাশ অতি নির্ম্মল। মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছিল। সমুদ্র নিস্তব্ধ। কচিৎ দুই একটী ঢেউ দেখা যাইতেছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে ডকে উপস্থিত হইলাম। পরে জাহাজে আরোহণ করিলাম। ঢং ঢং করিয়া ১১টা বাজিল। বন্ধুবর একটা বন্দুকধ্বনি করিলেন। তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন ইঞ্জিনিয়ারদিগকে জাহাজ চালাইতে হুকুম দিলেন। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে হংসের ন্যায় হেলিয়া ঢুলিয়া উহা চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে আমরা neutral zone এর সীমানা পার হইয়া গেলাম। তখন সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাদির কার্য্যকারিতা পরীক্ষার জন্য বন্ধুবর নিম্নে গেলেন। আমরা সাগ্রহে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলাম।

যন্ত্রগুলির বিবরণ দেই এমন ক্ষমতা আমার নাই। আমরা দেখিলাম এই যে, তিনি যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে সুবর্ণ উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন তাহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে।

আমরা সকলে একত্রিত হইলে পর, বন্ধুবর আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"এতদিন পরে আমাদের আশা ফলবতী হইতে চলিল। সকলই প্রস্তুত। কেবল কার্য্যারম্ভ বাকী। আপনারা আমার কার্য্যাবলীর উপর লক্ষ রাখুন।"

এই বলিয়া তিনি একটা বোতাম টিপিলেন। অমনি এক বিকট শব্দ হইয়া যন্ত্রগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। একটা বৃহৎ মার্ব্বেল-নির্ম্মিত চৌবাচ্চায় সমুদ্রের জল পম্প হইয়া পড়িতে লাগিল। পরে সেই জল উক্ত চৌবাচ্চার সহিত নলের দ্বারা যুক্ত আর এক চৌবাচ্চায় পড়িয়া

কোন অজ্ঞাত কারণে কর্দ্দমাকারে পরিণত হইতে লাগিল। পরে ঐ কর্দ্দম ঐ পাত্রের গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল দিয়া বেগে বাহির হইয়া কতকগুলি U আকৃতিবিশিষ্ট কাচের পাত্রে গুঁড়া আকারে জমিতে লাগিল। উহার বর্ণ হরিদ্রা। মিনিট পনের পরে বন্ধুবর সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন ঃ—

"এই U আকৃতিবিশিষ্ট নলগুলি দেখুন। উহাদের ভিতর সুবর্ণ জমিতে আরম্ভ হইয়াছে।"

বালকদিগের মত ঠেলাঠেলি করিয়া কাচপত্র গুলির ভিতর হইতে গুঁড়া তুলিয়া আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে বাস্তবিকই উহা সুবর্ণ! আমাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। একে একে সকলে আনন্দভরে বন্ধুবরকে আলিঙ্গন করিলাম।

পূর্ণ পাঁচঘণ্টাকাল যন্ত্রগুলি চালান হইল। তাহার পর উহাদিগকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তখন পাত্রগুলিতে যে সুবর্ণ জমিয়াছিল তাহা ওজন করিয়া দেখা গেল যে প্রায় ১০০০ তোলা পাওয়া গিয়াছে। বাজার দরে উহার মূল্য ২০০০০৲ টাকা। পাঁচ ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিয়া যদি এত আয় হয়, তবে আটঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিলে আরো অধিক সুবর্ণ পাওয়া যাইবে এবং সেই অনুপাতে আয়ও বৃদ্ধি হইবে নিশ্চয়ই। সুতরাং খরচ খরচা বাদে যেরূপ লাভ হইবে বন্ধুবর আশা দিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা ঢের অধিক হইবে ইহা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

সকলের ইচ্ছানুসারে অধিকদূর না গিয়া আমরা বোম্বায়ে ফিরিয়া আসিলাম।

যথানিয়মে কার্য্য আরম্ভ করিবার দিনধার্য্য ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার পরদিন আমরা সভা আহ্বান করিলাম।

যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বন্ধুবরকে সভাপতি পদে বরণ করা হইল। সভার প্রথম কার্য্য—হাসানজী কোম্পানীর বিল শোধ করা। তাঁহাদের প্রধান অংশীদার উপস্থিত ছিলেন ; বিলখানি বিশলক্ষ টাকার। চুক্তি কিন্তু ছিল পনের লক্ষের। একজন অংশীদার এই পার্থক্যেরকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বন্ধুবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন :—

"এই যে অতিরিক্ত টাকা দেখিতেছেন উহা একখানি সবমেরিন্ বোট্ ক্রয় বাবত পড়িয়াছে—"

"সেকি ? সবমেরিন্ বোট্ কি হইবে ?"

"যখন কোম্পানী স্থাপন করি, তখন ঐ বোট কিনিবার কোন আবশ্যকতা দেখি নাই। কিন্তু আমাদের কোন পরম হিতৈষী বন্ধুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার নাম উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, কেন না তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানেন। অতএব আমি আশা করি এই অতিরিক্ত ব্যয়টা অপনারা পাস করিয়া দিবেন।"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

"আমি আর একটা আতরিক্ত খরচার হিসাব দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। একটা তারহীন-বার্ত্তা-প্রেরণ-যন্ত্রের বাবত হাসানজী কোম্পনী ২০০০০ টাকা মাত্র চাহিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে ধরা ছিল না। কিন্তু ইহার আবশ্যকতা যে কত, তাহা বোধ হয় আপনাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা এই বিল একবাক্যে মঞ্জুর করুন।"

সকলে তাহাই করিলেন। হাসানজী কোম্পানীকে তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার বাবৎ এক চেক লিখিয়া দিয়া আমরা কার্য্যারম্ভের দিন-ধার্য্যের জন্য প্রবৃত্ত হইলাম।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, যে কয়মাস কার্য্য হইবে সেই সময় মাত্র বন্ধুবর ও আমি সর্ব্বদাই জাহাজে থাকিব। আমরা কলিকাতার আফিসে সপ্তাহে সপ্তাহে রিপোর্ট পাঠাইব। আফিসের কার্য্যে অপর তিন জন ডাইরেক্‌টার্‌ নিযুক্ত থাকিবেন।

তাহার পর জাহাজের কর্ম্মচারী নিয়োগের কথা উঠিল। কাপ্তেন, নাবিক, প্রভৃতির নির্ব্বাচনবিষয়ে কোনও গোলযোগ হইল না। কিন্তু যখন ভাণ্ডারী (steward) নির্ব্বাচনের কথা উঠিল, তখন বেশ একটু গোলযোগ হইল।

আমি প্রস্তাব করিলাম যে, আমার ভৃত্য সুন্দরলালকে ঐকার্য্যে নিযুক্ত করা হউক।

বন্ধুবর আপত্তি করিলেন।

আমি বলিলাম :—

"যে কয় দিবস ও আমার বাটীতে কার্য্য করিয়াছে তাহাতে আমার বিশ্বাস হয়—সে ভাণ্ডারী পদের উপযুক্ত।"

"তাহার উপযুক্ততার দুই একটী উদাহরণ দাও," বন্ধুবর একটু শ্লেষের সহিত বলিলেন।

"একটা দিব! একদিন আমি খুচরা টাকায় ও নোটে প্রায় ১০০০ মুদ্রা ভুলক্রমে এক টেবিলের উপর ফেলিয়া যাই। ও অনায়াসেই উহা লইতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া আমি আসিবামাত্র উহা আমায় দেয়। আমি তাহাকে পুরস্কার দিতে গেলে সে তাহা লইল না। আর একদিন আমার ঘড়ি ও চেন ঐরূপে ফেলিয়া যাই। তাহাও সে আমায় দেয়। তখন মনে করিয়াছিলাম যে, বিপদের ভয়ে সে টাকা

ও ঘড়ি আমায় দিয়াছিল। তাহার সাধুতা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় একদিন গোটা পনের টাকা আমার বিছানার উপর রাখিয়া যাই। যথাসময়ে সে ঐ টাকা আমার হস্তে পৌঁছিয়া দেয়। সেই দিন হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ও অতি বিশ্বাসী। ভাণ্ডারের কার্য্যের জন্য বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন। আমার ধারণা সুন্দরলাল ঐ কার্য্যের জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি।"

বন্ধুবর মস্তক নাড়িয়া বলিলেন :—

"আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করিতেছি না। তবে তাহাকে তোমার ওখানে যে দিন প্রথম দেখি সেই দিন হইতে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে উহার দ্বারা আমাদের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। তুমি কি উহার ভদ্রয়ানা চেহারা লক্ষ্য করিয়াছ? আমার এক ঘটনা শুন। এক দিন আমি সহসা তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি যে ও একখানা ইংরাজী সংবাদ পত্র নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছে। আমায় দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও কাগজ-খানা পাট করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে সে ইংরাজী জানে না, কাগজের অক্ষরগুলি দেখিতে-ছিল মাত্র। ইহা হইতে কি মনে হয়? অতএব আমার ইচ্ছা অপর কাহাকে ভাণ্ডারী নিযুক্ত করা হউক।"

আমি বলিলাম :—

"ঐ পদ-প্রার্থীর সংখ্যা বেশী নহে, সর্ব্বসমেত দশজন মাত্র। ইহা-দের মধ্যে ভোটাধিক্যে যে মনোনীত হইবে তাহাকে নিযুক্ত করা হউক, ইহাই আমার প্রস্তাব।"

সকলে ভোট দিলে পর দেখা গেল যে সুন্দরলাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছে। কাজেকাজেই তাহাকে ভাণ্ডারী নিযুক্ত করা হইল।

ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া এক সপ্তাহের পরে আমাদের কার্য্যের দিনধার্য্য করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

একাদশ পরিচ্ছদ।

দেখিতে দেখিতে সেই দিন আসিল। আজ আমাদের উৎসাহ দেখে কে? সকাল সকাল আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা "সোনার ভারতে" আরোহণ করিলাম। কয়েকজন অংশীদার বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমাদিকে বিদায় দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। সবমেরিন্ বোট পশ্চাতে আগমন করিতে লাগিল। আমরা তীরস্থ বন্ধুগণকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত রুমাল উড়াইতে লাগিলাম। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, ততক্ষণ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে তীর অদৃশ্য হইল। সমুদ্র তখন নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ একটা ঢেউ দেখা যাইতেছিল। আকাশ নির্ম্মল। পবনদেবও সুপ্রসন্ন।

টং করিয়া একটা বাজিল। আমরা ডেকে বসিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ নীচে গেলাম। বন্ধুবর একটা বোতাম টিপিলেন। দুই এক মিনিটের মধ্যে সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। পাঁচ মিনিট পরে দেখিলাম যে সুবর্ণ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বন্ধুবর যন্ত্রগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম :—

"যখন চলিতেছে চলুক্‌না কেন?"

তিনি বলিলেন:—

"না। Neutral zone এর বাহির দিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু

আইন অনুযায়ী আমরা এখনও সরকারী সীমানার মধ্যে আছি। তাহার প্রমাণ দিতেছি।”

এই বলিয়া তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের ল রিপোর্টের একখণ্ড আনিয়া তাহাতে দুইটা কেস্ দেখাইলেন। বুঝিলাম আমার প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে গেলে আইন লঙ্ঘন করা হইবে। অর্থাৎ আমরা ভারত-মহাসাগরের গর্ভে স্থিত ও কোনও শক্তি-কর্তৃক অনধিকৃত যে জনশূন্য দ্বীপের নিকট আমাদের কার্য্যস্থল অতি সংগোপনে—এমন কি অংশীদারগণের অজ্ঞাতসারে—স্থির করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইবার পর রীতিমত কার্য্য করিতে সক্ষম হইব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

“তবে তুমি একথা পূর্ব্বে বল নাই কেন? অদ্য হইতেই ত' কার্য্যারম্ভের কথা?”

“হাঁ। আমার ভুল হইয়াছে বটে। অদ্য প্রাতে হঠাৎ এই কথা মনে উদয় হয়। তখন ল রিপোর্টখানি দেখি। যাহা হউক, দুই এক দিনের বিলম্বে কিছুই আসিয়া যাইবে না। অংশীদার মহাশয়দিগকে বুঝাইয়া বলিলে তাঁহারা বিরক্ত হইবেন না নিশ্চয়ই। আর দুইদিন পরে আমরা কার্য্যস্থলে পৌঁছিব। তখন—”

এই সময়ে সুন্দরলাল আসিয়া বলিল যে তারহীন যন্ত্রের ঘণ্টা অনবরত বাজিতেছে। বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। একটু পরে বিরক্তভাবে আসিয়া বলিলেন :—

একটা কাণ্ড দেখিবে এস।”

উক্ত যন্ত্রের নিকট লইয়া গিয়া তিনি আমায় বলিলেনঃ—

“দেখ, receiver এর অবস্থা।”

দেখি উহা ভাঙ্গা! কাজেই সংবাদ পাওয়া গেলনা।

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ—

"একি ?"

বন্ধুবর গম্ভীরভাবে বলিবেনঃ—

"তুমি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিওনা। ইহা কে অদ্যই ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়াছে।"

"কি করিয়া বুঝিলে ?"

"অদ্য জাহাজে উঠিবার পর আমি একটা সংবাদ কলিকাতার বাটীতে পাঠাইয়াছি। তখন উহা বেশ ছিল। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কে উহা ভাঙ্গিয়াছে।"

"আঁা, বলকি ? এরূপ কে করিল ?"

"কোনও ব্যক্তির উপর আমার সন্দেহ হইয়াছে। কিন্তু প্রমাণ না পাইলে আমি কিছুই বলিব না বা করিব না" !

"এখন উপায় কি ?"

"উপায় না করিয়া কি আমি আসিয়াছি ?" এই বলিয়া তিনি ভাণ্ডারঘরে গিয়া একটা receiver আনিয়া ফিট্ করিয়া দিলেন। এই সকল কার্য্যে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইয়াগেল। তখনও কিন্তু ঘণ্টা বাজিতেছে। বন্ধুবর receiverলইলেন !

আমাদের কোন অংশীদার বোম্বাই হইতে জানিতে চাহিয়াছেন যে আমরা কেমন আছি এবং কার্য্যারম্ভ হইয়াছে কিনা। প্রশ্নের উত্তর দিয়া বন্ধুবর আমায় পাঠাগারে লইয়া গেলেন। আসন গ্রহণান্তর তিনি বলিলেনঃ—

"দেখ রজনী, মনে করিয়াছিলাম এখানে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য করিতে পারিব। কিন্তু এখানেও আমাদের শত্রুর চর ঢুকিয়াছে। আমার যাহার উপর সন্দেহ হয়, তাহার নাম তোমায় এখন বলিব না। কিন্তু এইমাত্র বলি যে আমাদের সাবধানে থাকিতে হইবে। নতুবা বোধ হয় সকল শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে।"

"যদি সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে বল কোন বন্দরে সেই চরকে নামাইয়া দিই।"

"তুমি বালকের মত কথা বলিতেছ। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে চরকে ধরিব কি করিয়া ? হইতে পারে আমার সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই।"

"তা বটে। এখন কি করিবে ?"

"একটা বিশেষ অনুসন্ধান করিব। তাহার ফল যে কিছুই হইবেনা, তাহা নিশ্চিত। দেখা যাউক কি হয়।"

আমরা দুইজনে ডেকে গেলাম। সেখানে সকল কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া receiverভাঙ্গার কথা বলিলাম। সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল ; এবং ঘটনার যে কিছুই জানেনা তাহাও একবাক্যে বলিল !

আমরা বিশেষ তদন্ত করিলাম, কিন্তু অনিষ্টকারীর সন্ধান হইল না। মন বড়ই খারাপ হইল। আরস্ত ভালবোধ হইল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুবর আমাকে শয্যা হইতে উঠাইলেন। কেমন একটা আলস্য বোধ হইতেছিল বলিয়া উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছিলাম না।

তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বলি আজ এক জায়গায় বেড়াইতে যাইবে ?"

শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করিলাম:—

"কোথায় ?"

তিনি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন :—

"কেন জলের তলায়। নূতন স্থান। কত কি দেখিবে।"

"হাঁ। নিশ্চয়ই যাইব। কখন্ শুভযাত্রা করিতে হইবে ?"

"আহারাদির পর।"

সবমেরিন্ বোট্ প্রস্তুত ছিল। যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধুবর ও আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম। উহার কাপ্তেন একটা কল টিপিলে ঘবং ঘবং করিয়া একটা বিকট শব্দ হইতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বন্ধুবর একটা যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"আমরা কোথায় আছি বলত ?"

"কোথায় থাকিব ? যেখানে ছিলাম সেইখানেই। কখন্ সবমেরিন্ নামিবে ?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি বলিলেনঃ—

"উহা দুইশত ফিট্ নামিয়াছে।"

"বল কি ? আমিত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

"দেখিবে এস," বলিয়া তিনি আমাকে একটা ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া গেলেন। পরে তাহার এক পার্শ্বের একখানি লৌহ আবরণ সরাইয়া ফেলিলেন। একটী বৃহৎ কাচ সম্মুখে দেখিলাম। তাহার অপর পার্শ্বে লবণাম্বুরাশি! তথায় শত শত অদ্ভুত জীব বিচরণ করিতেছে। জীবনে এ এক সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য। আমি সবিস্ময়ে তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। সহসা দেখি এক ভয়ঙ্কর জীব আমাদের দিকে আসিতেছে। ভয়ে আমিপশ্চাতে হটিয়া গেলাম।

বন্ধুবর আমায় ধরিয়া বলিলেন ঃ—

"ভয় নাই। এই কাচখণ্ড ভাঙ্গিতে ১০০০০ ঘোড়ার বলের প্রয়োজন।"

আমি লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। একটু পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

"ওটা কি ?"

উহাকে ইংরাজীতে John Dory বলে। ইহা Kingfish

শ্রেণীভুক্ত মৎস্যবিশেষ। কথিত আছে ইহার গাত্রে সেন্টপিটারের অঙ্গুলির দাগ আছে।"

এমন সময় দেখি কতকগুলি লম্বা ছুঁচালমুখ মৎস্য ধীরে ধীরে আমাদের দিকে আসিতেছে। মুখ লম্বায় তিন, চারি ফিট্ কিন্তু দেহটা দশ বার ফিট্ বোধ হইল। বন্ধুবর চিৎকার করিয়া উঠিলেন :—

"সাবধান, সাবধান। সোর্ডফিসের ঝাঁক আসিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি বেগে মোটাররুমে গেলেন।

আমি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন :—

"আঃ, বাঁচা গেল।"

আমি চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলাম :—

"ব্যাপার কি ?"

"একটা ফাঁড়া গেল। যে মৎস্যগুলি দেখিয়াছিলে উহাদের নাম সোর্ডফিস্। ইহারা অতি ভয়ঙ্কর মৎস্য। ঐ লম্বা মুখ দ্বারা উহারা অনেক জাহাজের তলদেশ বিদীর্ণ করিয়াছে। লণ্ডনের British Museum ও অন্যান্যস্থানে উহাদের কর্ত্তৃক ভগ্ন অনেক জাহাজের hull দেখিতে পাইবে। উহাদের ঐ সোর্ডের ক্ষমতা এত যে উহা তাম্রাবরণ এমন কি নয় ইঞ্চি মোটা কাষ্ঠখণ্ড, বিদীর্ণ করিতে পারে। অনেকে সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া ঐ মৎস্যের হস্তে প্রাণ দিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে, উহারা তিমি মৎস্যের চিরশত্রু। জাহাজাদিকে তিমি মৎস্য মনে করিয়া উহারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে।"

"তাইত। তাহা হইলে বাস্তবিকই মস্ত ফাঁড়া গিয়াছে। এখন কি করিলে ?"

"আমি বোট্‌খানি আরো নামাইয়া দিয়াছি এবং তড়িতের সাহায্যে উহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছি। দেখিবে ?"

তিনি আমাকে পূর্ব্বোক্ত কাচখণ্ডের নিকট লইয়া গেলেন। দেখি বাস্তবিকই সোর্ডফিসগুলি মরিয়াছে এবং তাহাদের সহিত আরো শত শত মৃত মৎস্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

বন্ধুবর বলিলেন :—

"উপায় নাই। তড়িতের বেগ ত একজনের উপর প্রয়োগ হইতে পারে না। সোর্ডফিসের নিকটস্থ সকল মৎস্যের উপর উহা সমভাবে লাগিয়াছে। আর এক নূতন কাণ্ড দেখ! মৎস্যের লড়াই হইতেছে।"

দেখি একটা মৎস্যকে আট দশটা মৎস্য আক্রমণ করিয়াছে। উহার অধোভাগে বেয়নেটের মত একটা দাঁড়া আছে। বুঝিলাম উহাকে স্বেচ্ছায় খাড়া করিয়াছে। যেমনই একটা মৎস্য তাহাকে আক্রমণ করিতেছে, সে উল্টাইয়া পড়িয়া ঐ দাঁড়ার দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"ইহার নাম কি?"

বন্ধুবর উত্তর দিলেন :—

"ইহার সাধারণ নাম Stickle-back। উত্তর আয়ারলণ্ডে ইহাকে sprittle bag বা sprickly-bag বলে। দেখ, দেখ, দৃশ্য বড়ই সুন্দর হইল।"

চাহিয়া দেখি একটা লম্বা কুম্ভীরের মত মৎস্য সহসা উহাকে অক্রমণ করিল। ইহার দাঁতগুলি ক্ষুদ্র ও বাঁকা কিন্তু উহার মাথা হইতে করাতের মত লম্বা একটা দাঁড়া আছে। সে তাহা দিয়া ঐ Stickle-back কে আক্রমণ করিল। উহা পূর্ব্ব প্রথামত উলটাইয়া গিয়া উহার দাঁড়া দিয়া কুম্ভীরের পেট যেমন বিদীর্ণ করিতে যাইবে, উহাও সেই সময় উহার করাতখানি তাহার গলার দিকে চালাইয়া দিল।

কলে Stickleback দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। "করাত মৎস্য" উহাকে ভক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

এমন সময় সহসা "গেলাম, গেলাম" রব শ্রুত হইল।

ব্যাপার দেখিবার জন্য আমরা ছুটিয়া গেলাম। দেখি একজন লস্কর্ পাটাতনের উপর ছট্‌ফট্ করিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে কৌতূহল বশতঃ সে ডেকের এক হাচেট্ খোলে। সেই সময় চৌবাচ্চায় একটী মৎস্য প্রবেশ করে। হাচেট্ বন্ধ করিয়া সে সেই মৎস্য যেমন ধরে অমনি চিৎকার করিয়া পড়িয়া যায়।

মৎস্যটী দেখিবামাত্র বন্ধুবর বলিয়া উঠিলেন ঃ—

"যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। একটা electric silurus উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।"

"কি রকম ?"

"এই মৎস্য আরব্যোপসাগরে সচরাচর দেখা যায় না। কেমন করিয়া একটা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রায় নাইল্ নদীতে বাস করে। ইহার এক প্রধান গুণ এই যে, ইহা তড়িত আঘাত দিতে পারে। আঘাতের পর শরীরের ভিতর কেমন এক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এমনও দেখা যায় যে কখনও দুই তিন চারিমাস পরেও ঐরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। আরবীয়েরা ইহার যে নাম দিয়াছে তাহার মানে "Thunder"।"

"এখন এ ব্যক্তির যন্ত্রণা-নিবারণের উপায় কি ?"

"বিশেষ কিছুই নাই ; আপনি সারিবে।"

এই বলিয়া বন্ধুবর অপর একলস্করকে শুশ্রূষা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কাচের দরজার নিকট আসিলেন।

সেখানে বসিয়া বন্ধুবর কত অদ্ভুত অদ্ভুত জীব আমাকে চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। Pipe fish, Pilot fish, Tunny, Red Band,

প্রভৃতি কত প্রকারের যে নূতন মৎস্য দেখিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেদিনকার অপূর্ব্ব আনন্দ ইহজীবনে ভুলিব না।

বন্ধুবর একটা Limpsucker দেখিয়া উহার বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময় দেখি গোলাকার একটা কি ভাসিয়া যাইতেছে। উহার গাত্রোপরিস্থিত আঁইসগুলি সোজাভাবে অবস্থিত। উহা কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেনঃ—

"উহার নাম Diodon বা Globe fish। উহা বায়ুভক্ষণ করিয়া বেলুনের মত আকার ধারণ করিতে পারে। ফলে, উহাকে কেহ আক্রমণ করিলে ঐ সোজা দাঁড়ার জন্য উহার কোনই অনিষ্ট হয় না।"

"উহা কি সাঁতার দিতে পারে?"

"অনেকের বিশ্বসে উহা পারে না। উনবিংশ শতাব্দীতে কুভিয়ার নামে যে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারও ঐ মত ছিল। কিন্তু ডারউইন্ দেখাইয়া ছিলেন যে উহা কেবল সাঁতার দিতে পারে তাহা নহে, সোজা, উল্টা, যে ভাবে ইচ্ছা চলিতে পারে।"

বন্ধুবরের বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই দেখি একটা শুভ্রবর্ণের হাঙ্গর উহার দিকে ধাবিত হইয়াছে। হঠাৎ উহা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরে ঐ Globe উহাকে আক্রমণ করিল এবং উহাকে মুখে করিয়া অদৃশ্য হইল।

বন্ধুবর বলিলেনঃ—

"ঐ যে জীবটা দেখিলে উহা নাবিকদিগের এক বিশেষ ভয়ের কারণ। উহাকে ধরিবামাত্র তাহারা উহার ল্যাজ কাটিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে ঐ ল্যাজেই উহার সকল শক্তি নিহিত আছে। উহার সম্বন্ধে যদি বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে Captain Hall প্রণীত Fragments of Voyages and Travels, Second Series, প্রথমভাগ, ২৬৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিও। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

কতশত নূতন জীব দেখিলাম। তাহাতে মনে কি ভাব উদয় হইয়াছে বল—অঁ্যা, বিপদ জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজে কেন?" এই বলিয়া তিনি ত্রাস্তভাবে কাপ্তেনের নিকট গেলেন। একটু পরে আসিয়া বলিলেন ঃ—

"আমরা একটা সমুদ্রগর্ভস্থিত জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, তাই ঐ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের বোটের গতি ফিরান হইয়াছে। এখন আর ভয়ের কারণ নাই।"

আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

"নিমজ্জিত জাহাজ? উহা দেখাত' ভাগ্যে ঘটে না। উহা দেখিবার কি সুবিধা হইবে না?"

বন্ধুবর হাস্য করিয়া বলিলেন ঃ—

"খুব সুবিধা আছে। দেখিবে কি?"

"হঁা।"

"তবে এস।"

আমরা দুইজনে কাপ্তেন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তিনি ধীরে ধীরে বোট্খানিকে ভগ্ন জাহাজের নিকট লইয়া গেলেন। তাহার পর ডাইভিং পোষাক পরিয়া আমরা পাঁচ ছয় জন উহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, উহা Eastern Star Line এর একখানা জাহাজ। তখন মনে পড়িল যে, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে উহা ধন লইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাইতেছিল; কিন্তু অপর এক জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিয়া ডুবিয়া যায়। তাহাতে খুব অল্প প্রাণী নষ্ট হইয়াছিল।

জাহাজখানি আমরা ভাল করিয়া দেখিলাম। প্রত্যেক কামরাস্থিত দ্রব্যাদি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দরওয়াজা জানালাদি এতই জীর্ণ হইয়াছে যে, হাত দিলেই খসিয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক কামরা

দেখিয়া অবশেষে ধনাগারে গেলাম। দেখি উহার দরওয়াজা বেশ দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত। বুঝিলাম, স্বাভাবিক অবস্থায় উহা খোলা একরূপ অসম্ভব; কিন্তু আমাদের দুই চারিটা পদাঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। স্তরে স্তরে রৌপ্য ও সুবর্ণ bars সজ্জিত রহিয়াছে। অনুমান করিয়া দেখিলাম, উহার মূল্য কুড়ি হইতে ত্রিশ লক্ষ হইবে। উহা দেখিয়া কাপ্তেন মহাশয়ের কিঞ্চিৎ লোভ হইল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ ধন আমরা তুলিয়া লইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লই।

বন্ধুবর বলিলেন :—

"আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নহি। জানিয়া শুনিয়া ইহা লইলে যদি কোন প্রকারে কথাটা প্রকাশ পায়, তহা হইলে আমাদিগকে ফৌজদারীতে পড়িতে হইবে। তবে এক কাজ করিতে পারি। ইহা তুলিয়া লইয়া গিয়া যাহাদের ধন তাহাদের পৌঁছাইয়া দিলে তাহারা Salvage বাবৎ শতকরা কুড়ি টাকা পয্যন্ত দিতে অস্বীকার করিবে না। আপনি তাহার শতকরা পাঁচ টাকা মত অংশ লইবেন। আর পাঁচ টাকা মত অংশ আমরা লইব।"

ভগ্নস্বরে কাপ্তেন মহাশয় বলিলেন :—

"আপনার কথা স্বীকার করি; কিন্তু এত ধন উত্তোলন করিতে সময় লাগিবে। আর আমাদিগের কার্য্যের বিলম্ব ঘটিবে। আপনি যাহা ভাল বুঝেন করুন।"

"আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম। কেননা, আমরা যে কার্য্যেপ্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার ব্যাঘাত কোন মতেই করিতে পারি না। কাজেই এখন এই ধন উত্তোলন প্রস্তাব স্থগিত থাকুক। সময়ান্তে যাহা ভাল হয় করিব।"

একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপ্তেন মহাশয় বলিলেনঃ—

"তাহাই হইবে। আমি ইহার যথার্থ bearing লইয়া রাখিব।"

আর বিলম্ব না করিয়া আমরা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কাপ্তেন মহাশয় এক ঈঙ্গিত করিয়া সবমেরিন্ চালাইতে হুকুম দিলেন। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি উহা চলিল না।

তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও সত্বর এই কথা আমাদিগকে জানাইলেন। বন্ধুবর সকল যন্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কোথাও কোন ক্রটী দেখা গেল না। ব্যাপার কিছু গুরুতর বোধ হইল।

আমি উদ্বিগ্নচিত্তে বলিয়া উঠিলাম ঃ—

"এখানেও নিশ্চয়ই শত্রুর চর ঢুকিয়াছে। সে কোনরূপ অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় আমাদিগকে এই সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা তাহার মনোগত ইচ্ছা।"

বন্ধুবর বলিলেন—

"তাহা হইতে পারে।" পরে কাপ্তেন মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—"চলুন, একবার আশ্ পাশ্ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।"

অতি সত্বরই উভয়ে ডাইভিং পোষাকপরিধান করিলেন। আমিও তাঁহাদের অনুগমন করিলাম। তড়িতালোকে বহুদূর উদ্ভাসিত হইতে-ছিল। আমরা চারি পার্শ্ব ভাল করিয়া দেখিলাম।

সহসা বন্ধুবর এক বিকট হাস্য করিয়া বলিলেনঃ—

"যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। কাপ্তেন মহাশয়, একবার বোটের তলভাগ্ দেখুন।"

কাপ্তেন মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেনঃ—

"বাঃ! এ যে কতকগুলি মৎস্য দেখিতেছি। উহারাই কি আমাদিগের গতিরোধ করিয়াছে। উহারাই কি আমাদিগের শত্রুর চর?"

বন্ধুবর হাস্য করিয়া বলিলেনঃ—

“চর হউক না হউক, উহারাই আমাদিগের গতিরোধ করিতেছে। উহাদিগের নামRemora.। উহাদিগের মস্তকের উপর এক Sucking disc দেখিতেছেন ত? উহার এত শক্তি যে উহা জাহাজের গতিরোধ করিতে সক্ষম। দেখিতেছি সংখ্যায় প্রায় ত্রিশটা। হউক।”

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলামঃ—

“আঃ, বাঁচা গেল। আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এখন উপায় কি?”

“স্বস্থানে গিয়া বলিব। চল।”

কালবিলম্ব না করিয়া আমরা আমাদিগের কামরায় প্রবেশ করিলাম। ডাইভারের পোষাক ত্যাগ করিয়াই, বন্ধুবর একটা বোতাম সজোরে টিপিলেন। দুই তিন মিনিট পরে জাহাজ চলিতে আরম্ভ হইল।

আমার প্রশ্নোত্তরে তিনি বলিলেনঃ—

“Remora দিগকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। দেখিবে এস।”

এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বকথিত কাচের আর্শীর নিকট লইয়া গেলেন। দেখিলাম বাস্তবিকই Remora গুলি মরিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যাইতেছে।

আমরা আর বিলম্ব না করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। একেবারে উপরে উঠিবার পর দেখিলাম যে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। ঘড়ি খুলিয়া দেখি প্রায় ১০ টা বাজিয়াছে। “সোনার ভারত” অদূরে নোঙ্গর করিয়াছিল। সকলে তাহাতে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব শয্যা গ্রহণ করিলাম। বড়ই পরিশ্রান্ত ছিলাম। নিদ্রাদেবীও সত্বর আমাদিগকে তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রত্যুষেই "সোনার ভারত" আমাদিগের গন্তব্য স্থলাভিমুখে যাত্রা করিল। ঠিক তিন দিবস পরে আমাদিগের "স্বস্থানে" উপস্থিত হইলাম। তীর হইতে কিছু দূরে জাহাজ নঙ্গর্ করা হইল। আমরা জালিবোটে করিয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম। তথা হইতে এক পোয়া পথ দূরে এক মনোরম স্থান নির্ণয় করিয়া সেখানে কয়েকটী অস্থায়ী আবাস প্রস্তুত করিলাম। এই কার্য্যে প্রায় পনর দিবস কাটিয়া গেল। দিবাভাগে সেখানে আমরা থাকিতাম, রাত্রিতে জাহাজে আসিয়া শয়ন করিতাম।

আফিসাদি প্রস্তুত হইয়া যাইবার দুই এক দিবস পরে আমরা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমরা বেলা ৯টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৮ঘণ্টা করিয়া, অনবরত কার্য্য করিতে লাগিলাম। বন্ধুবর ও আমি সকল কার্য্য তত্ত্বাবধারণ করিতাম। প্রত্যহ যতটা সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, তাহা কার্য্যাবসানের পর ওজন করিয়া Strong roomএ রাখিয়া দিতাম। সপ্তাহান্তে, প্রত্যেক শনিবারে, আমাদিগের কার্য্যের একটা হিসাব কলিকাতার আফিসে তারযোগে পাঠাইতে লাগিলাম। এই ভাবে এক মাস কার্য্য করিয়া দেখিলাম যে, যে পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বন্ধুবরের estimateএর অপেক্ষা অনেক অধিক। বলা বাহুল্য, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল এবং যাহার মনে কার্য্যসাফল্য বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল।

ছয় মাস কার্য্য করিবার পর বন্ধুবর কলিকাতার Director গণের নিকট এই মর্ম্মে তার করিলেন যে, তাঁহারা যদি একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া পাঠান, তাহা হইলে তিনি যতটা সুবর্ণ পাইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কার্য্যকালের অবসান পর্য্যন্ত তিনি

অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া আপনারাই এক জাহাজ ভাড়া করিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত কয়েকজন অংশীদার ও আসিলেন। তাঁহারা আমাদিগের কার্য্যপ্রণালী ও ফল দেখিয়া বড়ই তুষ্ট হইয়া বন্ধুবরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। পরে একদিন প্রাপ্ত সুবর্ণ লইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরাও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুবরকে প্রত্যহ সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে দেখি। যে যে যন্ত্রের সাহায্যে উহা উৎপন্ন হয় তাহাও দেখি; কিন্তু শেষে কি এক দ্রব্যের সাহায্যে তিনি উহা প্রস্তুত করেন তাহা বুঝিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও পারি না। কয়েকবার তাঁহাকে প্রশ্নও করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি 'হতগজ' ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন। একদিন বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। তখন তিনি বলিলেনঃ—

"তুমি প্রায়ই আমাকে এই প্রশ্ন করিয়া থাক। তুমি শিক্ষিত লোক। এ কথা তুমি বুঝ, যদি কেহ কোন কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করে, তাহাকে তজ্জন্য পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। তুমি মনে করিও না আমি বিরক্ত হইয়া এ কথা বলিতেছি। তুমি মনে করিতে পার যে, যে দ্রব্যটীর সাহায্যে সুবর্ণ উৎপাদন হয়, তাহা রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা বাহির করিতে পারিবে। নাম করিয়া বলিব না, কেহ কেহ তাহার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই, হইবেও না। তুমি জান আমার আবিষ্কার দীর্ঘ গবেষণার ফল। ইহাই অত্যন্ত আধুনিক সুবর্ণ উৎপাদনের উপায়। একটু বদলাইয়া লইয়া উহার দ্বারা তুমি অনায়াসেই স্বল্প

ব্যয়ে ভূমি হইতে স্বুবর্ণ উত্তোলন করিতে পারিবে। বহুপূর্ব্বে যখন রীতিমত ভাবে স্বুবর্ণ উত্তোলন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, তখন কি করিয়া উহা সংগ্রহ করা হইত জান?"

"না।"

"তখন লোকে ore চূর্ণ করিত। পরে তাহার উপর পারা ঢালিয়া দিত। ঐ পারা স্বুবর্ণের সহিত একসা হইয়া যাইত, baser metals পড়িয়া থাকিত। ফলে তখন এ কার্য্য কঠিন ছিল না, খরচও কম পড়িত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উপরিস্থ স্তর শেষ হইয়া গেলে, নীচে কার্য্য করিতে মূল্যবান্ যন্ত্রাদির প্রয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে স্বুবর্ণ refractory অবস্থায় থাকায় উহা পৃথক করা সহজ ছিল না। তখন stamping ও grinding যন্ত্রাদির প্রয়োজন হইল। ক্রমে দেখা গেল যে, মিশ্রণ-প্রণালীর দ্বারা খানিকটা স্বুবর্ণ পাওয়া যাইতে লাগিল, অবশিষ্ট নিকটস্থ নদীগর্ভে বা গুহায় চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন এই ক্ষতি দূর করিবার জন্য নানা জটিল উপায় অবলম্বন করা হইল; কিন্তু ক্ষতি বন্ধ হইল না। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে dilute cyanide of potassium এর ব্যবহার প্রস্তাবিত হয়। ইহাতে ঘোরতর আপত্তি হয়, কেন না এই দ্রব্যটী এক দিকে যেমন মূল্যবান্, তেমনি বিষাক্ত। কিন্তু এই দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিত হইয়া গেল। তাহার প্রমাণ দেই। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে যত স্বুবর্ণ খনি ছিল, তাহাতে ৫০ টন্ এর অধিক cyanide of potassium ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২০০০০ টনের অধিক ব্যবহার হইয়াছিল। ঐ দ্রব্যের অর্দ্ধ সেরের মূল্য প্রথম প্রথম ১৷৹ টাকা ছিল, কিন্তু পরে ৷৹ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। এই cyanide process দ্বারা এখনও স্বুবর্ণ উৎপাদন হয়। অবশ্য এখন ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করি। এখন তুমি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে যে, এই

process এর সহিত আমার process এর আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। আমার process cyanide process নয় তাহার প্রমাণ দেই।" এই বলিয়া তিনি একখানি Text Book of Chemistry খুলিয়া cyanide of potassium জিনিষটা কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

আমি বলিলাম :—

"তুমি তোমার processটা পেটেণ্ট্ কর না কেন?"

"করিয়া লাভ কি? কোন দেশে কুড়ি, কোথায় পনর, কোথায় বা পঁচিশ বৎসর মাত্র একচেটিয়া অধিকার পাইব। পরে উহা সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যাইবে। অবশ্য সেলামী বাবত কিছু পাওয়া যাইবে; কিন্তু কয়েক বৎসরের জন্য মাত্র। অথচ আমি যদি উহা প্রকাশ না করি, তাহা হইলে জীবিত কাল পর্য্যন্ত ত উহার দ্বারা বহু ধনলাভ করিতে পারিব। আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানসন্ততিগণও উহার দ্বারায় বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তাহাদিগকে কখনও দৈন্য দশায় পড়িতে হইবে না। তুমি বলিতে পার, যদি উহা কোন গতিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে কি হইবে? আমি বলি প্রকাশ কি করিয়া হইবে? কারণ গুপ্ততত্ব আমার মাথার ভিতর আছে। উহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া এমত এক স্থানে রাখিয়া দিয়াছি যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা জানে না। কেবল দুইটী উপায় মাত্র দ্বারা আমার নিকট হইতে উহা জানিবার চেষ্টা হইতে পারে। এক Hypnotise করিয়া; কিন্তু তাহার সম্ভব নাই, কেন না আমি Hypnotism বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছি, এবং কি প্রকারে আপনাকে সাবধানে রাখিতে হয় তাহাও সম্যক্ জ্ঞাত আছি। অন্য উপায়, ভয় প্রদর্শন করিয়া জানিয়া লওয়া। তাহাও অসম্ভব। কেন না আমি পরিচিত স্থল ব্যতীত অন্য কোথাও একলা যাই না। অপর, বাটীতে আক্রমণ করা সম্ভবপর

নহে। কেন না Satineh যন্ত্রের দ্বারা শত্রু আপনি ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব আমি পেটেণ্ট লইবার আবশ্যকতা দেখি না।"

সে দিন হইতে আমি বন্ধুবরকে তাঁহার সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলিতে আর অনুরোধ করি নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমি প্রায়ই দেখি যে বন্ধুবর তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ করিবার যন্ত্র দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। একদিন কৌতূহল বশতঃ কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ঃ—

"দেখ, এই জনমানবহীন্ স্থানে এই যন্ত্রটার যত প্রয়োজন আর কোন বস্তুর তত নহে। ধর, যদি এখানে আমরা একজন ব্যতীত সকলে মরিয়া যাই, তবে জীবিত ব্যক্তি তার করিয়া কলিকাতায় খবর দিলে তাহাকে বাচাইতে পারা যাইবে। আমাদিগের কোন বিপদ ঘটিলে আমরা নিকটবর্ত্তী জনপদ হইতে সাহায্য পাইতে পারিব। আমার ঘন ঘন পরীক্ষা করিবার আর এক কারণ এই যে, যেদিন উক্ত যন্ত্র নষ্ট করিবার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল, সে দিন হইতে আমার মনে ধারণা হইয়াছে যে শত্রুর কোন চর আমাদিগের সহিত আসিয়াছে। তজ্জন্য সাবধানে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।"

"যদি এমন কেহ থাকে, তবে এই ছয় মাসের অধিককাল আমরা কার্য্য করিতেছি, সে অন্য কোন প্রকারে অনিষ্টের চেষ্টা করে নাই কেন?"

"করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। তোমার মনে উদ্বেগ হইবে বলিয়া এত দিন কোন কথা প্রকাশ করি নাই। যাহা

হউক, "সাবধানে বিনাশ নাই" এই প্রবাদ অতি সত্য। আর এক কথা। আমাদের এই season এর কার্য্য শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব এখন কিছু বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।"

একটু ব্যঙ্গভাবে আমি বলিলাম :—

"তোমার এখনও জুজুর ভয় যায় নাই দেখিতেছি। এই জনশূন্য স্থানে কোন্ শত্রুর চর আসিতে সাহস করিবে? ধরিলাম সে আসিয়াছে। আচ্ছা, সে খাইবে কি?"

আমার বক্তব্য শেষ হয় নাই, এমন সময় তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ করিবার যন্ত্রের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বন্ধুবর যে সংবাদ পাইলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর! উহা এই :-

"সাবধান। শত্রুর চর আপনার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। আপনাদিগের গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে লক্ষ্য করিতেছে। ঘোরতর বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হইবে।"

এই সংবাদে বন্ধুবরের ও আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি কে?"

উত্তর আসিল :—"আমি হরিশ!"

"তুমি এখন কোথায়?"

"চারু বাবুর বাটীতে।"

চারু বাবু আমাদিগের কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টার্।

এতদিন কোথায় ছিলে?"

"গুম হইয়া—সে অনেক কথা। সাক্ষাতে সব বলিব। বিশেষ সাবধানে থাকিবেন।"

"আচ্ছা।"

Receiver তুলিয়া রাখিয়া বন্ধুবর আমায় বলিলেন :—

"শুনিলে ত ? আমার কথা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলে না ?"

"এখত করিবে কি ? যাহাকে সন্দেহ কর, গ্রেপ্তার করিলে হয় না ?"

" চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।" এই কথা কে আমাদের পশ্চাতে বলিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি সুন্দরলাল দণ্ডায়মান !

আমি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

তুই এখানে কেন ?"

"তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে আসিয়াছি !"

বন্ধুবর শ্লেষ করিয়া বলিলেন :—

"তুই যে আমাদের শত্রুর চর তাহা অনেক দিন হইতে জানি। তোকে আমি কখনই সঙ্গে লইতাম না ; কিন্তু আমার এই বন্ধুর জেদে তোকে লইয়াছিলাম। আমি তোকে প্রথম দিনেই চিনিতে পারি। তবে তুই যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছিলি, তাহাতে আমি একটু ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। তুই আমাদের তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ করিবার যন্ত্রটা খারাপ করিয়া দিয়াছিলি, নহে কি ?"

"হাঁ। কি করিবে কর না। তোমাদের ত আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইবে না, এখানেই চিতায় শয়ন করাইব। আমাদিগের ভয় কি ?"

"'দিগের' কারা রে ?"

"দেখিবে ? দেখ।" এই বলিয়া সে একটি শিষ্ দিল।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় জন লস্কর্ ছুটিয়া আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক এক লাঠি।

তাহাদিগকে দেখিয়া বন্ধুবর সুন্দরলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুই কি চাস্ ?"

সে বলিল :—

"তোমরা প্রাণে বাঁচিতে চাও কিনা বল। যদি চাও, তবে এক

সর্ত্তে রাজী হইতে হইবে। আর যদি আমাদের সহিত শত্রুতা কর, তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থা করিব।"

"তুই দেখচি লাট্ হইয়াছিস্ ; তোর বক্তব্য বল।"

"লাট্ ত বটেই। তা না হইলে আমি এমন ভাবে তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইতাম না। যদি বাঁচিতে চাও, তবে আমাদের এই সর্ত্তে লেখাপড়া করিয়া দাও যে, তোমরা স্বেচ্ছায় "সোনার ভারত"ও তাহাতে যে কিছু দ্রব্যাদি আছে সকলই আমাদিগকে দান করিলে ; আমরা তাহার যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিব। যদি তোমরা পরে সর্ত্ত বাতিল করিতে ইচ্ছা কর, তাহা গ্রাহ্য হইবে না।"

"যদি ইহাতে রাজী হই তুই করিবি কি ?"

"তুমি কি মনে কর তোমাদিগকে সাদরে ঘরে পোঁছাইয়া দিব। যদি এরূপ মনে করিয়া থাক, ভুল বুঝিয়াছ। আমরা জাহাজে চড়িয়া চলিয়া যাইব। তোমরা দুই জনে এই দ্বীপে পরম সুখে বাস করিতে থাকিবে। তোমাদের জন্য এক বৎসরের মত খাবার দিয়া যাইব। তারপর তোমাদের ভাগ্য।"

"ওঃ, কি দয়ার শরীর তোর ! এমন তর সচরাচর দেখা যায় না। আচ্ছা যদি সর্ত্তে রাজী না হই, তবে কি করিবি ?"

"তোমাদের প্রাণবধ করিয়া মৃতদেহ সৎকার করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইব। যাহাতে তোমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায় তাহা না করিয়া যাইব না।"

"বটে ? তবে আমাদের ছেলেপিলের অনেক কষ্টের লাঘব করিয়া দিবি দেখিতেছি। বল, তুই এরকম করিতেছিস্ কেন ? কে তোর এমন মতি দিল ? তুই ভবিষ্যৎ ভাবিতেছিস্ না।"

"ভবিষ্যৎ, সে আবার কি ? যাহার বরাতে যাহা আছে তাহাই

হইবে। আমার আবার ভয় কি? তোমরা যদি না থাক, তবে আমাদের বিপদে ফেলিবে কে?"

"তোর মাথার ঠিক নাই দেখিতেছি। একটু ঠাণ্ডা হ'। ব্যাপারটা বুঝাইয়া বল।"

"মাথা ঠিকই আছে। ব্যাপারটা শুনিতে চাহিতেছ? এখন বলিতে আর আপত্তি কিছুই নাই। কেন না, তোমাদের শেষ সময় উপস্থিত। সকল কথা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া মরিতে পারিবে। তুমি জান, তুমি "প্রভাতী" সম্পাদকের কতই না অনিষ্ট করিয়াছ। তিনি যাহা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে একটা না একটা বখেড়া দিয়াছ। মানুষের শরীর কতদিন আর সহ্য করিতে পারে। কাজেই তিনি তোমায় রীতিমত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। আমায় তুমি তাঁহার ছাপাখানায় কাজ করিতে দেখিয়াছিলে, তাহা ঠিক। আমি কিন্তু মনে করি নাই তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে। যাহা হউক, আমি কোন রকমে তাঁহার মতলব জানিতে পারিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত—একথা তাঁহাকে জানাই। তিনি আমায় নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া আমার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখিয়া একদিন বলিলেন যে, যদি আমি তোমাদের জাহাজ ডুবাইয়া দিতে ও তোমাদিগের প্রাণনাশ করিতে পারি, তিনি আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। আমার বিশ্বাসের জন্য তিনি দশ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। আমি কোন রকমে তোমার বন্ধুর অধীনে এক চাকুরী জোগাড় করিয়া তাঁহাকে অনেক খাসামোদ করিয়া "সোনার ভারতে" একটি কর্ম্ম যোগাড় করি। উহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বড়ই সুবিধা হইল। তুমি জান, তোমার তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ করিবার যন্ত্র আমিই প্রথমে নষ্ট করিয়া দেই। তখন জানিতাম না যে, উহার duplicate অংশ ছিল। যাহা হউক, তাহার পর আরও কয়েকবার তোমার অনিষ্টের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু

তোমার সাবধানতার জন্য সুবিধা করিতে পারি নাই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর স্থির করিলাম যে, তোমাদের লস্করগণকে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহী করিতে না পারিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। যে দিন আমি সমুদ্রতলস্থিত জাহাজের ধনরাশি দেখি, সেই দিনই এই মতলব্ স্থির করি। কিন্তু সেই সময়েই আমার আগেকার মতের পরিবর্ত্তন হয়। সেই সুবর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য ত্রিশ লক্ষ টাকার কম হইবে না। "সোনার ভারতে" যে সুবর্ণ আছে, তাহার মূল্যও দশলক্ষের কম নহে। দেখিলাম যে, এই ত্রিশলক্ষের কিছু না হ'ক, বিশ লক্ষ আমি অনায়াসেই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিব। বাকী বিশ লক্ষ লস্করদিগকে ঘুষ দিলে, তাহারা আমার সহিত নিশ্চয়ই যোগ দিবে। আমি প্রথমে কাপ্তেনের মনোগত ভাব বুঝিয়া দেখিলাম। তিনি একেবারেই নারাজ। তখন আমি লস্করদিগকে জাপাইতে লাগিলাম। প্রথমে তাহারা রাজী হয় না; কিন্তু যখন তাহাদিগকে রাতারাতি বড় মানুষ হইবার সুবিধা বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের এই ধারণা করাইলাম যে, তাহাদিগের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন তাহারা অনেকেই আমার সাহত যোগ দিতে স্বীকৃত হইল। পরে আমি অন্যান্য মতলব স্থিরকরিয়া বিদ্রোহ করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিলাম। আমি এখন আর "প্রভাতী" সম্পাদকের ভৃত্য নহি। আমাকেই তোমাদের শত্রু জানিবে।"

বন্ধুবর বলিলেন :—

"এখন সকল কথাই বুঝিলাম! কাপ্তেন মহাশয় কোথায়?"

"তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে এক কাবিনে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। চার জন লস্কর্ তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। যাক্, এখন তোমরা আমার সর্ত্তে রাজী আছ কিনা বল?"

বন্ধুবর দৃঢ় ভাবে উত্তর দিলেন :—

"যষ্টি উত্তোলন করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল।" (পৃঃ ৭৫)

"না।"

"তবে মজা দেখ।"

এই বলিয়া সুন্দরলাল একটা ইসারা করিল। তৎক্ষণাৎ যষ্টি উত্তোলন করিয়া তাহার সঙ্গীগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। আমরা প্রাণপণে তীরাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জালিবোট ধরিতে পারিলাম এবং উহা এমন বেগে চালাইয়া দিলাম যে, আক্রমণকারিগণ তীরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমরা প্রায় ২০০ হাত দূরে চলিয়া সাইতে সক্ষম হইলাম। নিরুপায় হইয়া তাহারা অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমরা তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"বলি, যাইতেছ কোথায়?"

"কেন, জাহাজাভিমুখে?"

"কিন্তু সেখানেও যে বিপদ্?"

"থাকুক। আমার বিশ্বাস আমাদের হঠাৎ আবির্ভাব অপর বিদ্রোহী-দিগের মনে ভীতি-উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। তাহার পর তাহা-দিগকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা বশীভূত করিব। আমার উপর নির্ভর কর।"

"সোনার ভারতের" নিকট যখন আমাদিগের বোট পৌঁছিল, তখন দেখি ডেকের উপর দুই জন খালাসী দণ্ডায়মান আছে। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়াই "গাঁঙ্গওয়ে" দিয়া নামিয়া আসিল এবং আমা-দিগকে উপরে লইয়া গেল। তথায় অন্য কাহাকেও দেখিলাম না। বন্ধুবর তাহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন। তাহারা সংক্ষেপে বিদ্রোহের সকল বিবরণই দিল। তাহাদিগের নিকট ইহাও জানিলাম যে আন্দাজ অর্দ্ধেক খালাসী বিদ্রোহী হইয়াছে, অপর সকলে ভয়ে তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমাদের একটু সাহস হইল। প্রথমে আমরা আমাদের কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

সেখান হইতে পাঁচটী রিভলবার সংগ্রহ করিয়া কাপ্তেন মহাশয়কে যে কেবিনে বিদ্রোহীরা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তদভিমুখে গমন করিলাম। উহার সম্মুখেই চারিজন পাহারা বসিয়া আছে দেখিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। আমরা তাহাদিগের মস্তকের দিকে রিভলবার লক্ষ্য করিয়া ধরিলাম এবং বন্ধুবর দৃঢ়ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন ঃ—

"খবরদার্। এক পা এগুলেই তোদের মাথা উড়িয়া যাইবে। যদি ভাল চাস্, তবে তোদের লাঠি এক পাশে ফেলিয়া দে। নইলে তোদের রক্ষা নাই।"

বন্ধুবরের সেই দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বর বিদ্রোহীদিগকে নরম করিয়া দিল। তাহারা দুই একবার "হাঁ,—না" বলিয়া লাঠি দিল এবং অপরাধের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

বন্ধুবর নরম ভাবে বলিলেন ঃ—

"তোদের বিশেষ দোষ নাই জানি। তোরা মন্দলোকের প্ররোচনায় এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছিস্। আয়, আমাদের সঙ্গে আয়। তোদের দোষ এবারকার মত মাপ করিলাম।"

বারংবার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহারা আমাদিগের সহিত কাপ্তেন মহাশয়ের কেবিনে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে সত্বর মুক্ত করিয়া তাঁহার মুখে বিদ্রোহের সকল বিবরণ শুনিয়া লইলাম। আমাদিগের দল এখন ভারী হইল। তখন বন্ধুবরের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সকলে ডেকের নিম্নে অবতরণ করিলাম। সেখানে অপরাপর বিদ্রোহীরা জটলা করিতেছিল।

হঠাৎ আমাদিগকে, বিশেষতঃ কাপ্তেন মহাশয়কে, দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে আর নিস্তার নাই। কেহ কেহ "মার" "মার" করিয়া লাঠি তুলিয়া দাঁড়াইল। সকলকে সম্বোধন করিয়া বন্ধুবর বলিলেন ঃ—

"হুঁসিয়ার! তোদের যে পালের গোদা, সে ধরা পড়িয়াছে। তোরা

তার মিথ্যা লোভে পড়িয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিস্। তোরা আমাদিগের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবি না। যদি এক্ষণেই দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাস্, ত ভালই ; নচেৎ তোদের আর রক্ষা নাই। ভাবিবার জন্য দুই মিনিট সময় দিলাম।"

এই বলিয়া তিনি ঘড়ি খুলিয়া ধরিলেন।

তাহাদের ভিতর একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিন জন ব্যতীত অপর সকলেই অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার করিল! আমাদিগের ভয় দূর হইল। বন্ধুবরের হুকুম মত সেই তিন জনকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া একটা কেবিনে বন্দী করিয়া রাখা হইল। পরে খালাসীগণকে একত্র করিয়া তাহারা সুন্দরলালের প্ররোচনায় যে ভয়ানক অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা বন্ধুবর তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিল যে আর কখনও বিদ্রোহী হইবে না।

তাহার পর আমরা বারোজন উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত হইয়া তীরে গেলাম। নিকটেই সুন্দরলাল ও তাহার বন্ধুগণ বসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা "মার" "মার" শব্দে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ চলিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা পরাভূত ও একে একে ধৃত হইল। তাহাদিগকে বাঁধিয়া জাহাজে চালান দেওয়া গেল। আমরা দুইজনে তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম এবং তীরে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রান্তিদূর হইলে পর বন্ধুবর বলিলেন :—

"দেখ, রজনি, একটা বেশ কাণ্ড হইয়া গেল। আমাদিগের অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই ; কিন্তু মন বড়ই খারাপ হইয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন কোন অপরিহার্য্য বিপদ্ সম্মুখীন। তুমি হাঁসিয়া উড়াইয়া

দিতে পার ; কিন্তু তুমি জান যে আমি এরূপ ভাবের কথা কখনও পূর্ব্বে বলি নাই। ইহা উপেক্ষণীয় নহে।”

আমি সহাস্যে বলিলাম :—

“একটা ভয়ানক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। ফলে, তোমার শিরাগুলির উপর তাহা কার্য্য করিয়া নানারূপ বিভীষিকা উৎপাদন করাইতেছে। অবশ্য মানবের সর্ব্বদাই বিপদ্ ঘটিতে পারে ; কিন্তু এখন আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। তুমি অযথা উত্তেজিত হইও না।”

“আমি জানি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইবে যে আমার আশঙ্কা অমূলক নহে। যাহা হউক, এখন ডিপোতে চল। তাহার অবস্থা দেখা আবশ্যক।”

দেখিয়া সুখী হইলাম, উহার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। সকল দ্রব্যই যথাস্থানে আছে। তৎপরে আমরা দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি, এখন সময় তারহীন বার্ত্তা প্রেরণ করিবার যন্ত্রের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বন্ধুবর receiverএর নিকট গেলেন ; কিন্তু যে সংবাদ পাইলাম, তাহাতে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তাহা এই :—

“এবার আর কোন রকমে নিস্তার নাই। সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিবেন”। প্রেরক হরিশ!

বন্ধুবর বলিলেন :—

“খোলসা করিয়া বল।”

“শত্রুর এক বোট—”

আর সংবাদ আসিল না। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা দণ্ডায়মান রহিলাম ; কিন্তু ঘণ্টা আর বাজিল না। অগত্যা receiver তুলিয়া রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

বন্ধুবর বলিলেন :—

"দেখিলে ? আমার কথা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলে না ? যাহা হউক, এখন কি করা যায় ? এ এক মহাসমস্য উপস্থিত।"

আমি বলিলাম :—

"ব্যাপারটা বিস্তারিত শোনা গেল না। যাহা হউক, একটা বিপদ্ যে সম্মুখীন, তাহা বুঝা যাইতেছে। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে এড়াইতে চেষ্টা করিতে হইবে।"

"তাহাতো আমি বুঝি ; কিন্তু সকল কথা না জানিতে পারিলে কি উপায় অবলম্বন করিব,স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এক কার্য্য করা যা'ক্। আমাদিগের কার্য্য বন্ধ করিতে আর পনেরো দিবস মাত্র বাকি আছে। ইহার পূর্ব্বেই—কল্যই, উহা বন্ধ করা যা'ক্। আমাদিগের বিপদ্ সমুদ্রের উপরই ঘটিবে, ভূপৃষ্ঠে নহে। অতএব যত সুবর্ণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা জাহাজ হইতে নামাইয়া ডিপোতে জমা রাখা যা'ক্। উহা দুইজন বিশ্বাসী ব্যক্তির চার্জ্জে রাখিয়া, চল কলিকাতায় ফিরিয়া যাই। সেখানে ব্যাপার বিস্তারিত জানিয়া যাহা ভাল হয় করা যাইবে। তোমার মত কি ?"

"আমিও তাহাই বলি। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি ?"

আমরা জাহাজে সত্বরই ফিরিয়া আসিলাম। পরে সকলকে ডাকাইয়া বলিলাম যে, নানা কারণে আমরা অদ্য হইতে কার্য্য বন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং আগামী কল্যই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিব। সেইদিনই জাহাজে যতটা সুবর্ণ ছিল, তাহা ডিপোজাত করিয়া এবং উপযুক্ত ও বিশ্বাসী দুইজন ভৃত্যের চার্জ্জে উহা রাখিয়া জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরদিন প্রত্যুষেই কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সবমেরীন্ বোম্বায়ে পাঠাইয়া দিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমাদিগের যে একটা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কাপ্তেন মহাশয় ব্যতীত আর কাহাকেও বলি নাই। কেননা, ভয় পাইয়া খালাসী প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ একটা কাণ্ড বাধাইতে পারে।

আমরা সর্ব্বদাই সতর্ক রহিলাম। আমাদিগের জিনিষপত্রাদি গোছাইয়া রাখিয়া ডার্কের লাইফ্ বেলট্ সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

দুই দিন গেল, চারি দিন কাটিল। ক্রমে ক্রমে লঙ্কা প্রদক্ষিণ করিয়া আমাদিগের জাহাজ বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিল। ক্রমে ক্রমে মাদ্রাজও ছাড়াইলাম। তখন বোধ হইতে লাগিল, সম্ভবতঃ হরিশ ভুল সংবাদ দিয়াছে। যাহা হউক, তখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিলাম না। পরদিন প্রাতে পুরী ছাড়াইলাম। সেইদিন দ্বিপ্রহরেরসময় যখন আমরা ডেকে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছি, সেই সময় কাপ্তেন মহাশয় নিকটে আসিয়া চুপে চুপে বলিলেন ঃ---

"বোধ হয়, এতদিন পরে যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহা ঘটিতে চলিল।"

আমরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—কেন? কি রকমে জানিলেন?"

"আসুন দেখাইব।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার কেবিনে আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ—"এই যন্ত্রের নিডলগুলির কম্পন আরম্ভ হইয়াছে। আমার বোধ হয়, কেহ আমাদিগের জাহাজ্ লক্ষ্যকরিয়া টরপেডো ছাড়িয়াছে। উহা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বোধ হয়, এক পোয়—না—দেখুন নিডলগুলির কম্পন বড় ঘন ঘন হই-

"উহার তলদেশ বিদ্ধ হইয়া হু হু করিয়া জল উঠিতেছে।" (পৃঃ ৮১)

তেছে। আর নিস্তার নাই। এই সময় ভগবানকে স্মরণ করুন। আমার কোন দোষ নাই। আমি জ্ঞানতঃ কোন ত্রুটি করি নাই। বিদায়! বিদায়!! ওঃ! ওঃ!!" এইরূপ চীৎকার করিয়া উন্মাদের ন্যায় তিনি কেবিন হইতে বহির্গত হইলেন এবং নিমিষের মধ্যে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন।

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া কতকগুলি খালাসী দৌড়াইয়া আসিল। আমরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ লাইফ্ বেল্ট পরিতে বলিয়া বিপদবার্ত্তা-জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলাম। উহা শুনিবামাত্র, যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। আমরা তাহাদিগকেও ঐরূপ আদেশ দিয়া লাইফ্ বেল্ট পরিয়া ডেকের উপর স্থিরচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সহসা কি এক বস্তু আমাদিগের জাহাজকে আঘাত করিল। তাহাতেই উহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে একজন খালাসী চীৎকার করিয়া বলিল যে, উহার তলদেশ বিদ্ধ হইয়া হু হু করিয়া জল উঠিতেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমা-দের সাধের "সোনার ভারত" অতল জলে নিমজ্জিত হইল।

আমি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। আমার নিকটে আট দশ জন লোক ভাসিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে বন্ধুবর একজন। বুঝিলাম আর সকলে "সোনার ভারতে"র সহিত ডুবিয়াছে। তখন এক দীর্ঘ নিশ্বাস আপনা আপনি বহির্গত হইল। অজ্ঞাতসারে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। "হায় ভগবান্, এই কি তোমার মনে ছিল?" এই কথা মনের আবেগে চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

তাঁহার কৃপায় আমাদিগকে অধিকক্ষণ জলে ভাসিতে হইল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দেখি একখানি বৃহৎ পোত আমাদিগের দিকেই

আসিতেছে। আমরা সমস্বরে একটা বিকট্ রব করিয়া উঠিলাম। তাহা পোতস্থ সকলেই শুনিতে পাইল এবং অনতিবিলম্বে এক জালি-বোট পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিল।

সেই পোতের কাপ্তেনের ও যাত্রীগণের প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিলাম যে, আমারা জলভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম; কিন্তু সহসা আমাদিগের জাহাজে এক বৃহৎ ছিদ্র হওয়ায় উহা ডুবিয়া গিয়াছে। নানা কারণে সত্য গোপন করা উচিত বিবেচনা করিয়া, এইরূপ একটা সম্ভবপর কথার অবতারণা করিলাম। সকলেই উহা বিশ্বাস করিল এবং আমাদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সহানুভূতি জানাইল।

যতক্ষণ পোতে ছিলাম, আমাদিগের যত্নের পরিসীমা ছিল না। যথাসময়ে জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিলে পর আমরা কাপ্তেন মহাশয়কে আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গেল, এত সাধের "সোনার ভারত" গেল। কত আশা ছিল। কতই না মতলব করিয়াছিলাম। সবই ডুবিল। হা ভগবান্! তোমার ইচ্ছাই ত' পূর্ণ হয়! তাঁহাই হউক।

কলিকাতায় পৌঁছিবার দুই চার দিন পরে আমরা এক সভা আহ্বান করিলাম। সকল অংশীদারগণ উপস্থিত হইলেন। আমরা বিস্তারিত করিয়া সকল কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলাম। হরিশ আমাদিগের কি মহৎ উপকার করিয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলাম। হরিশও সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলের অনুরোধে সে তাহার কথা এইরূপভাবে বলিল:—

"আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে 'প্রভাতী' সম্পাদক মহাশয় আমায়

সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একদিন একটু অসাবধানতাবশতঃ ধরা পড়িলাম। আমায় গ্রেপ্তার করিয়া তিনি তাঁহার বাটীর এক অন্ধকার ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। আমি অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া কারাগারের প্রহরীকে বশীভূত করিয়া একরাত্রে পলায়ন করিলাম। পরে বিপিন বাবুর বাটীতে আশ্রয় লই। তাহার পর পারিতোষিকের লোভে 'প্রভাতী' সম্পাদক মহাশয়ের এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বশীভূত করিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপের সংবাদ লইতে লাগিলাম। তাহার নিকট শুনিতে পাই যে, সুন্দরলাল নামক এক ব্যক্তিকে রজনীবাবুদিগের পশ্চাতে লাগান হইয়াছে। পরে জানিতে পারিলাম যে, এক জলদস্যুর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগের জাহাজ ডুবাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সুন্দরলাল সুবিধা করিতে না পারায় এই বন্দোবস্ত করা হয়। যাহা হউক, সুন্দরলাল রজনীবাবুদিগের দৈনিক কার্য্য বিবরণী পাঠাইত। যখন সম্পাদক মহাশয় শুনিলেন যে, বাস্তবিকই আশাতিরিক্ত সুবর্ণ পাওয়া যাইতেছে, তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জলদস্যুর সহিত বন্দোবস্ত করেন। যাহা হউক, তাঁহার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আমি রজনীবাবুকে সাবধান করিয়া দেই। দুঃখের বিষয় এই যে, বিস্তারিত সকল কথা তাঁহাকে জানাইতে পারি নাই; কেননা যে তারহীন বার্ত্তা প্রেরণের যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ পাঠাইতেছিলাম তাহা মাধববাবুর। আমাকে উহা ব্যবহার করিতে দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কাজেই একটা যা' তা' উত্তর দেই। তিনি আমায় উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা বিস্তারিত সংবাদ পাঠাইতে পারিলাম না। পরে একদিন সুবিধা পাইয়া উহা ব্যবহার করি। কোন উত্তর না পাওয়ায় বুঝিলাম যে রজনীবাবুরা কলিকাতায় আসিতেছেন। আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই।"

হরিশের কথাগুলি সকলেই একাগ্রচিত্তে শুনিলেন। তাহার বক্তব্য শেষ হইলে পর সভাপতি মহাশয় উঠিয়া আমাদিগের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে আমাদিগের লাভ ও ক্ষতির এক হিসাব ধরা হইল। যতটা সুবর্ণ কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল—তাহারও যতটা আমাদিগের কার্য্যস্থলে জমা ছিল, তাহার মূল্য ধরা গেল। তাহা হইতে জাহাজ প্রস্তুতের ব্যয়, বেতন, ইত্যাদি যাবত সমুদায় খরচ-খরচা বাদ দিয়াও প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত মূলধন উঠাইয়া লইয়াও দেখা গেল যে, আমরা নিট্ তিন লক্ষ টাকা লাভ পাইয়াছি। একজন অংশীদার প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ টাকা অংশীদারগণের শেয়ারের মূল্যানুযায়ী তাঁহাদিগের মধ্যে ভাগ করা হউক। বন্ধুবর ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন :—

"তাহা হইতে পারে না। যে সকল নিরপরাধ কর্ম্মচারীরা আমাদিগের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদিগের অনুহায় স্ত্রী-পুত্রদিগের অন্নসংস্থাপন করিয়া দিতে আমরা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। আর এক ব্যক্তি (হরিশকে দেখাইয়া) আমাদিগের কি মহৎ উপকার করিয়াছে, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ঐ ঋণ পরিশোধ হইবার নহে। তবুও আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আমাদিগের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হউক।"

ইহাতে কাহারও আপত্তি হইল না। সকলেই ইহা একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার অপর প্রস্তাবও গৃহীত হইল। পর প্রস্তাব আমাদিগের দুইজনের প্রতি vote of confidence পাশ করা। তাহাও সাহ্লাদে সকলে পাশ করিলেন।

শেষ প্রস্তাব এইরূপ ছিল, "যখন নিঃসন্দেহে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে সমুদ্র হইতে সুবর্ণ উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং

যখন খরচখরচা বাদে মূলধন উঠিয়া গিয়া বিশেষ লাভ পাওয়া সম্ভব তখন ঐ কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। গুরুপ্রসাদ বাবুকে এ কার্য্যের ভার লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।"

বন্ধুবর বলিলেন তাঁহার ঐ কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হইতে কোন আপত্তি নাই এবং যত শীঘ্র পারেন তিনি হাসানজী কোম্পানীকে একখানি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার অর্ডার দিবেন। কার্য্য মনসুনের পর আরম্ভ হইবে স্থির হইল।

তৎপরে ভবিষ্যতে যাহাতে "প্রভাতী" সম্পাদক বা তৎসদৃশ অন্য দুষ্টলোক আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক কমিটি গঠন করিয়া যথারীতি ধন্যবাদাদির পর সভাভঙ্গ হইল।

সম্পূর্ণ।

Printed by Gosto Behary Kayari,
at the Bani Press.
12, Ghorebagan Lane,
CALCUTTA.

"১৫১৩ সাল" প্রণেতার আর একখানি

বৈজ্ঞানিক উপন্যাস

"কাপ্তেন মিত্র"

শ্রীপঞ্চমীর পর প্রকাশিত হইবে।